ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 January 2022 ■ আগরতলা ১৫ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংক্রান্তির ঐতিহ্য আজও বহমান

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি কীর্তন। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ফের নৃশংসতা, খোয়াইয়ে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। চোর সন্দেহে আবারও গণধোলাইয়ে প্রাণ হারাল এক ব্যক্তি। রাজ্যে গত সাত মাসে আট জনের নির্মম মৃত্যু হয়েছে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া, কৈলাসহর, পানীসাগর, সোনামুড়া প্রভৃতি জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে গত সাত মাসে। তেলিয়ামুড়ায় চারজনকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এদিকে, আবারও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। খোয়াইয়ের বারবিল এলাকার সাহাপাড়ায় গণপ্রহারে নিহত হয়েছে সন্দেহভাজন এক চোর। নিহতের নাম জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল মধ্যরাত নাগাদ বারবিল সাহা পাড়া এলাকায় সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছিল। তখনই বিষয়টি এলাকার লোকজনের নজরে আসে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এলাকার লোকজন। তার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাচ্ছিলেন না এলাকাবাসী। তখনই চোর সন্দেহে তাকে গণ প্রহার করা হয়। গণপ্রহারে ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিবাদের জেরে ছুরি চালিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের বাইজালবাড়ি এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের নাম দীনেশ দেববর্মা। অভিযুক্তরা হলো সঞ্জয় দেববর্মা এবং অনিল দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তারা কাজ থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। বাকবিতণ্ডার জেরে সঞ্জয় দেববর্মা ও অনিল দেববর্মা মিলে দিনেশ দেববর্মাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাইজালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে নিহতের পরিবারের লোকজন জানান, সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার সংক্রমণ হাজার পেরিয়ে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১০০৭ জনের দেহে করোনার সন্ধান মিলেছে। চিন্তা আরও বাড়িয়ে শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সংক্রমণ লাগাতর পাঁচশ-র গন্ডি পার করে চলেছে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলায় সংক্রমণ শতকের কাছাকাছি পৌছে গেছে।

অবশ্য, নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির সাথেই সংক্রমণের সংখ্যাতেও বড়সড় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু, গতকালের তুলনায় নমুনা পরীক্ষা কিছুটা কম হয়েছে। দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার মারাত্মক বৃদ্ধি চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তেমনি সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। অবশ্য দিন যত গড়াচ্ছে কমছে সুস্থতার হার।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৮৮৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৬২৮ জনকে নিয়ে মোট ৯৫১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৯০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৯১৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১০০৭ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনা নমুনা পরীক্ষায় বৃদ্ধির জেরে দৈনিক সংক্রমণের হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ১০.৫৮ শতাংশ। গতকাল ৯১৬ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৯.১০ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৭৫৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৯২২১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪৫৬৫ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৯৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৪.৮৫ শতাংশ। এদিকে ০.৯৩ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫৭৬ জন, উত্তর জেলায় ৭৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৬২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৯১ জন, ধলাই জেলায় ৬৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ৫৯ জন, খোয়াই জেলায় ৩৬ জন এবং গোমতি জেলায় ৪২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ তৃতীয় ঢেউয়ে উচ্চ গতি নিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মিলিয়ে দৈনিক সংক্রমনে সর্বোচ্চ ছিল ৮৫৩। অথচ, তৃতীয় ঢেউয়ে সেই গন্ডি ইতিমধ্যেই পার করে ফেলেছে ত্রিপুরা। আজ সর্বকালের রেকর্ড করার সাথে হাজারের গন্ডিও পার করে ফেলল ত্রিপুরা। দ্বিতীয় ঢেউয়েও দশ সহস্রাধিক নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সংক্রমণের হার এত বড় মাত্রায় পাওয়া যায়নি। তাতে স্পষ্ট, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ থেকে এবার সংক্রমণ অনেকটাই দ্রুত ছড়াচ্ছে। অবশ্য, সারা দেশেই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সজাগ ও সতর্ক হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নজরে আসছে না, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের।

অরুন্ধুতিনগরে নাশকতার আগুনে পুড়ল মারুতি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। রাতের অন্ধকারে আবারও গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এডি নগর থানাধীন শচীন্দ্রলাল মধ্য চারিপাড়া এলাকায় গতকাল মধ্যরাতে একটি মারুতি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মারুতি গাড়ির মালিকের নাম সোমা বেগম।

জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতোই মারুতি গাড়িটি বাড়ির উঠানে রাখা ছিল। গভীর রাতে হঠাৎ তারা পোড়া গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তারা লক্ষ্য করেন মারুতি গাড়িতে আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বাহিনীর কর্মীরা দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে মারুতি গাড়িটি।

দমকল বাহিনীর তৎপরতা আগুন বাড়ির অন্যান্য ঘরে ছড়াতে পারেনি। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে বসতবাড়িটি। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন এটি নাশকতামূলক ঘটনা হতে পারে। কেননা সকাল থেকেই বাড়ির উঠানে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল গাড়িটি। গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে না থাকলে হঠাৎ করে আগুন লাগার কথা নয়।

এ ব্যাপারে এ ডি নগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খারাপ আবহাওয়ায় পাইলটের বিভ্রান্তির কারণে সিডিএস বিপিন রাওয়াতের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিল বিমান বাহিনী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স)।। 'হেলিকপ্টার ওড়ার সময় আচমকাই আবহাওয়া বদলে যায়। কপ্টার ঢুকে পড়ে মেঘের মধ্যে। পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। আর এই বিভ্রান্তির কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।' সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাওয়াতের কপ্টার ভেঙে পড়া নিয়ে শুক্রবার ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

এভিয়েশন কথায়, সিএফআইটি ফ্লাইট ক্রুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি বায়ুযোগ্য বিমানের ভূখণ্ডের সঙ্গে দুর্ঘটনাজনিত সংঘর্ষকে বোঝায়। এই ধরনের দুর্ঘটনায়, অনেক দেরি না হওয়া পর্যন্ত পাইলট বা ক্রু বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে অবগত হন না। পরিস্থিতিগত সচেতনতা হারানো একটি প্রধান কারণ যা সিএফআইটি দুর্ঘটনার দিকে নির্ণয় করে, যেমন আগের রিপোর্ট করা হয়েছে।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, 'তদন্তকারী দল দুর্ঘটনার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের জন্য সমস্ত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার বিশ্লেষণ করেছে।' এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কোর্ট অব ইনকোয়ারির সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ ডিসেম্বর জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা এবং সেনাবাহিনীর আরও ১২ জন অফিসার একটি এম আই ১৭ ভি ফাইভ কপ্টারে উঠেছিলেন। তামিলনাড়ুর কোইম্বাটুরে সুলুর বিমানঘাঁটি থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ময়নাগুড়িতে দূর্ঘটনাগ্রস্ত এক্সেপ্রেসের বগি দেখলেন রেলমন্ত্রী, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৯

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স)।। শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়িতে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বৃহস্পতিবার মধ্য রাতেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যান তিনি। এরপর বিশেষ ট্রেনে করে ময়নাগুড়ির দুর্ঘটনাস্থলে রওনা হন তিনি। এদিন সকালে পৌঁছে ট্রলিতে চেপে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। আমি নিজে এখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। তদন্তও শুরু হয়েছে। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টিরও উপর নজর রাখছেন। আমি এখানে এসেছি এই দুর্ঘটনার মূল কারণ কী তা জানার জন্য।" এর পর তিনি যোগ করেন, "আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগাযোগ রয়েছে। উনি খোঁজখবর নিচ্ছেন।"

হাহাকার ক্রমেই বাঁধ ভাঙছে। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ লাইনচ্যুত হয় গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। সেই ঘটনায় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত বহু। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা বলেন, "দুর্ঘটনার কারণ এখনই বলা যাবে না। কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি আসার পরেই সবটা জানা যাবে।"

রাতভর উদ্ধারকাজ চলেছে। ভোরের ঘন কুয়াশাতেও উদ্ধারকাজ চালিয়েছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিএসএফ, সশস্ত্র সীমা বল-এর জওয়ানরা। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া এবং লাইনের পাশে উল্টে থাকা কামরা থেকে প্রাণের সন্ধান চলছে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। উদ্ধার করা হয়েছে বহু মানুষকে। আবার অনেকেই এখনও নিখোঁজ।

এদিকে, ময়নাগুড়িতে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে বাইরের চাপের মধ্যেই বিজেপি-র ভিতরে অস্বস্তি তৈরি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ ধৃত দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জানুয়ারি।। চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ দুই চোর আটক করল পুলিশ। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার দশমী রিয়াং পাড়া সংলগ্ন থেকে গত কিছু দিন ধরে বিদ্যুত পরিবাহী তার চুরি হচ্ছিল। এই ঘটনায় জনৈক ঠিকেদার শান্তিরবাজার থানায় অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে চুরির কাজে ব্যবহৃত টিআর০৩এফ১৯২০ নম্বরের গাড়িটি উদ্ধার করেছে। ওই গাড়ি থেকে প্রচুর বিদ্যুত পরিবাহী তার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এমনকি ওই গাড়ির সূত্র ধরে পুলিশ উদয়পুরের বাসিন্দা রঞ্জিত দেবনাথ এবং জামজুরির বাসিন্দা দুলাল চৌধুরীকে আটক করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ১৪ জানুয়ারি।। শুক্রবার সকালে তীর্থমুখ মেলা থেকে ফেরার পথে বিপরীতমুখী অপর একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে দুটি গাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রাণহানির কোন খবর নেই।

জানা গেছে, দুটি গাড়িই দ্রুতবেগে চলছিল। সে কারণেই সামনাসামনি এসে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে। তাঁতে দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনীতে একটি অটো রিস্কাকে পেছন দিক থেকে এসে অপর একটি লরি ধাক্কা দেয়। তাতে অটোর দুজন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ফেব্রুয়ারীতে সর্বোচ্চ শিখরে যাবে, আশংকা প্রকাশ ডাঃ তপন মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। সাম্প্রতিক করোনার আক্রান্তের প্রবণতায় নিশ্চিত ত্রিপুরায় ফেব্রুয়ারীতে সংক্রমণ সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাবে। এমনটাই আশংকা প্রকাশ করেছেন জি বি পি হাসপাতালের প্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদার। তাঁর কথায়, দেশে সংক্রমণ সর্বোচ্চ শিখরে পৌছানোর এক থেকে দুই মাস পর ত্রিপুরায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতীতের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ শিখরে পৌছানোর জন্য ফেব্রুয়ারীকে বেছে নিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর মতে, ত্রিপুরায় করোনার আরও তান্ডব দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের।

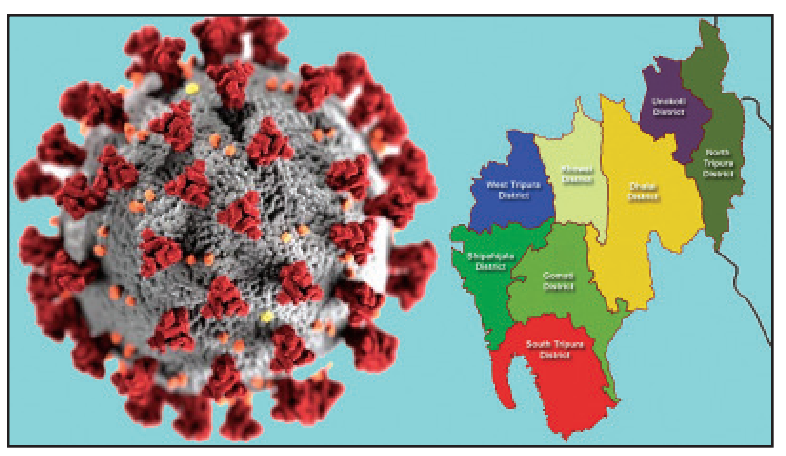

আজ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, ত্রিপুরায় এখনো পর্যন্ত ওমিক্রনের প্রমান মিলেনি। তবে, করোনার নতুন প্রজাতির প্রভাব নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ওমিক্রনের একমাত্র প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হল করোনার এই নতুন প্রজাতি অতি দ্রুত ছড়াতে সক্ষম। তবে, ওই ভাইরাসের মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে এখনো আমাদের কোন অভিজ্ঞতা হয়নি, বলেন তিনি।

তাঁর পরামর্শ, করোনার নতুন প্রজাতি সুরক্ষিত থাকতে ভ্রমন কম করুন। গবেষণায় উঠে এসেছে, অতিরিক্ত ভ্রমন করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের ছড়িয়ে পরার পেছনে অন্যতম কারণ। তাই, আমাদের চলাফেরা এবং গতিবিধির উপর অতি রক্ষনশীল হওয়া খুবই জরুরি। সাথে তিনি যোগ করেন, অবশ্যই করোনা-বিধি সকলকে কঠোর ভাবে পালন করা উচিত।

ডা: মজুমদার বলেন, করোনার প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় এখন ত্রিপুরা সরকার অনেকটাই প্রস্তুত এবং আমরা সকলেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাছাড়া, ত্রিপুরায় এখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়ে গেছে, যা করোনা আক্রান্তের চিকিতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। তাঁর দাবি, হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে করোনা আক্রান্তের চিকিতার জন্য। নতুন করে কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার তেমন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা অনেকটাই ভাল অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু, তাতে করোনা-বিধি উল্লঙ্ঘনে রাজ্যবাসীকে সুযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তান ও স্বামীকে ফেলে প্রেমিকের হাত ধরে পালাল সুভাষনগরের গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। প্রেমিকের হাত ধরে পালালেন গৃহবধু। খবরে প্রকাশ, রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগরের এক গৃহবধূর স্বামী সন্তানকে ফেলে অপর এক যুবকের হাত ধরে পালিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মাত্র তিন বছর আগে ওই গৃহবধুর সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল। তারা সপরিবারে সুভাষ নগরের ভাড়া বাড়িতে থাকত। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে। এরই মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। স্বামী সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেছে বলে দাবি। কিন্তু তার স্ত্রী অপর এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাকে বারবার সাবধান করার পরও সে কোনো কথা মানতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত জয়নগর এলাকায় বাদল গোস্বামী নামে এক যুবকের হাত ধরে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

এব্যাপারে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে কোন হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় এ ব্যাপারে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত মহিলাকে উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১০০ ▫ ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ১ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সতর্কতাই উত্তরণের পথ

করোনার রাশ টানিতে আগের মতো পূর্ণাঙ্গ লকডাউনের পথে হাঁটিতে চাইছে না দেশের অধিকাংশ রাজ্য। বক্তব্যের সপক্ষে তাহারা যে যুক্তি দিয়াছে তাহা হেলাফেলা করিবার মতো নয়। লকডাউনের জেরে গরিব মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার দিনগুলিকে এখনও ভোলা যায়নি। বেকারত্বের হার বাড়িয়াছে, বিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতিতে। দেশের মানুষ এখন বুঝিয়া গেছে, করোনা ভাইরাসের হাত থেকে এখনই মুক্তি নাই। তাই অদৃশ্যপ্রায় এই শত্রুকে সঙ্গী করিয়াই বাঁচিবার কৌশল ঠিক করিতে হইবে। লকডাউন করিয়া জীবন জীবিকায় আঘাত হানিয়া এই সমস্যার সমাধানের পথে হাঁটা অনুচিত। তাই করোনায় সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে যতটা সম্ভব জীবনজীবিকা স্বাভাবিক রাখিয়াই এর মোকাবিলা করা দরকার। অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখিতে সেটা জরুরি। একথা ঠিক, ভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের সংক্রমণ অতি দ্রুত ছড়ায় বলিয়া কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াই তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলা করিতে হইবে প্রশাসনকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ,তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের সে কথাই শিখাইয়াছে। প্রথমে করোনা মোকাবিলায় আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন শুরু হয় ২০২০ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তারপর দফায় দফায় তাহার সময় বাড়ানো হয়। সেই লকডাউনের সিদ্ধান্তে ছিল যথাযথ পরিকল্পনার অভাব। যাহার ফলে দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় বড় রকমের ধস নামিয়া আসিয়াছিল। সবথেকে বিপদে পড়িয়াছিল দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ এবং ছোট মাঝারি শিল্পক্ষেত্র। এক ধাক্কায় উৎপাদন কমিয়া যায় অনেকটাই। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় গরিব মানুষের হাতে নগদ অর্থ তুলিয়া দেওয়ার প্রয়োজনের কথা জানাইয়া অর্থনীতিবিদরা সোচ্চার হন। কিন্তু মোদি সরকার তাহাকে মান্যতা না দিয়া অমানবিকতারই নিদর্শন রাখিয়াছে। সেই কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা আবার ফিরিয়া আসুক তাহা চায় না রাজ্যগুলি। এবার অবশ্য অতীতের মতো করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের কোনও সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলির উপর চাপাইয়া দিতে চায়নি কেন্দ্র। তাই তাহারা রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে হাটিয়াছে। কারণ অতীতে কেন্দ্রের একাধিক সিদ্ধান্তের মাশুল দিতে হইয়াছে রাজ্যকে। এবার সঙ্গতকারণেই পূর্ণাঙ্গ লকডাউনের পথে না গিয়া কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াই করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগী হইয়াছে কেন্দ্র রাজ্য উভয়েই।

লকডাউনের পর আস্তে আস্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই বাজারে কেনাকাটা বাড়িয়াছে। খুলিয়াছিল কলকারখানার দরজা। রাজস্ব আদায়ও অনেকটাই বাড়িয়াছে। দেশে কোথাও কোথাও করোনার তৃতীয় ঢেউ আসিলেও এই স্বাভাবিক হয়ে ওঠা পরিস্থিতির গলায় ফের পূর্ণ লকডাউনের বেড়ি পরাইয়া দিতে চায় না অধিকাংশ রাজ্য। কারণ পূর্ণাঙ্গ লকডাউন হইলে ফের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়িবে। ফিরিয়া আসিবে সেই অন্ধকারের সময়। সেই কারণেই মাস্ক, স্যানিটাইজার, দূরত্ববিধি এবং স্থানীয় স্তরে কন্টেইনমেন্ট জোন করিয়া পরিস্থিতি মোকাবিলার উপর জোর দিয়াছে রাজ্য প্রশাসন। বিধিনিষেধ মানিবার কথা বহুল প্রচারিত হইলেও এখনও বহু মানুষ বেপরোয়া। সে কারণেই সরকারকে কঠোর হইতে হইতেছে। কড়া বিধিনিষেধের কাঁধে ভর করিয়াই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে চাইছে সরকার। তাই ত্রস্ত না হইয়া সতর্ক হন। মানুষকে পুরো বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেই হইবে। না হইলে দরকারে আরও কড়া হইবে সরকার।

আমরা আগেই বলেছি এই সময় নির্বাচন করাটা ঠিক হবে না : সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.): একেই করোনা আতঙ্কে নাকাল নগরবাসী। যার জেরে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে বিধিনিষেধ। এরই মাঝে নির্বাচন। যা নিয়ে শুক্রবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলকে একহাত নেন। তিনি বলেন, """আমরা আগেই বলেছি এই সময় নির্বাচন করাটা ঠিক হবে না"""। করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সকলের শুভ কামনায় ভাল আছি। শারীরিক সমস্যা সেভাবে নেই। দুর্বলতা কিছু রয়েছে। আশা করি দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। চিকিৎসক বলেছেন, কম করে যেন আরও দুদিন বিশ্রামে থাকি। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে যবে থেকে উপসর্গ শুরু হয় তার দশ দিনের পর্যন্ত বিশ্রামে থাকা দরকার । এরপরেই তৃণমূলকে একহাত নিয়ে সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, 'আমরা আগেই বলেছি এই সময় নির্বাচন করাটা ঠিক হবে না। কোর্টের মনে হচ্ছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে আরও কড়া নির্দেশ দেওয়া দরকার। কিন্তু ফের কমিশনের ঘাড়ে ফেলে দিল। শুধু পাসিং দ্য গেম হচ্ছে।

করোনা সচেতনতায় প্রচার পুলিশের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু তবুও বহু মানুষের মধ্যে এখনও রয়েছে সচেতনতার অভাব। এই পরিস্থিতির মাঝেই শুক্রবার করোনা সচেতনতায় প্রচার কলকাতা পুলিশের।

করোনা কালে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরেই শহরজুড়ে আতঙ্ক দিচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, শহরবাসীর সেবায়রত কলকাতা পুলিশ। প্রতিদিনের মত বুধবারও সংক্রমণ এড়াতে শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছে কলকাতা পুলিশের। করোনা পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে শহরের বাজারগুলোর দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় দূরত্ব বিধি শিকেয় তুলে সেখানে চলছে বাজার দোকান। তবে, শহরবাসীকে সচেতন করতে সর্বদা সজাগ কলকাতা পুলিশ। আর তাই এদিন ধর্মতলায় মাইকে প্রচার করে শহরবাসীকে মাস্ক পরার জন্য দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আবেদন কলকাতা পুলিশের।

আগামীকাল শনিবার দু''দিনের গোয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : গোয়ায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীকাল শনিবার দু''দিনের সফরে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) শীর্ষনেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামীকাল ১৫ জানুয়ারি এবং পরশু ১৬ জানুয়ারি এই দুদিন তিনি গোয়ায় সফরে থাকবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি গোয়ায় পৌঁছে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার পর্বের সূচনা করবে। এর পরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি তিনি রাজধানী পানাজি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রসঙ্গত আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন এবং ফল প্রকাশ হবে ১০ মার্চ।

রেডিও স্টেশনের বাইরে

মানস সরকার

রেডিও রুমের কাচের দরজাটা ঠেলে খোলার আগের মুহূর্তে চোখ গেল। হরিদা কফি রেখে গেছে। খেতে গেলে আরও মিনিট পাঁচেক। হাতে অবশ্য এখনও পনেরো মিনিট সময় আছে। মাগটা নিয়ে ডেস্কে ফিরে এল ঋক। যে কোনো রেডিও স্টেশনে বেশিরভাগ স্লটেই এখন সপ্তাহের প্রায় সবদিনই থিম বেসড অনুষ্ঠান। ওর রেডিও অফিস হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট পয়েন্ট ফোর এফ এমও তার ব্যতিক্রম নয়। কেরিয়ারে এটাই ওর প্রথম রেডিও স্টেসন। ইউনিভার্সিটি থেকে জার্নালিজমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার আট মাসের মাথায় রেডিও জকি হিসাবে জয়েন করেছে। সেও প্রায় হয়ে গেল চার বছর ইন্টারভিউয়ের শেষপর্বে ষোল জনের মধ্যে যে তিনজন শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট হয়েছিল, ঋত সবার উপরে। ইন্টারভিউ বোর্ডে রঙ্গনাথন, প্রোগ্রাম ইনচার্জ সুমিত বড়ুয়া আর স্লট কোয়ার্ডিনেটর পূর্বাদি---প্রত্যেকে ওর ভয়েস কোয়ালিটি এবং ইনস্ট্যান্ট অ্যাপ্রোচের ব্যাপারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল।

প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান করার আগেই বিষয়টা নিয়ে ঋক সিরিয়াসলি শুধু ভাবে তাই নয়, রীতিমতো পড়াশোনা করে বিষয়বস্তুর গভীরে ঢোকার জন্য। মাইক্রোফোনের সামনে প্রথমদিন মুখ রাখার আগে যে উত্তেজনাটা অনুভব করেছিল, এখনও করে। হয়ত তার প্রকাশটা এখন আর এতটা নেই। লাইভ প্রথম অনুষ্ঠানে ওর বিষয় ছিল নস্টালজিয়া। রেডিও রেকর্ডিং রুমের ভিতরে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসের শীতল এক অন্য পৃথিবী থেকে শ্রোতা এবং টেলিকলারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই বন্ধ করতে হয়েছি নিজের নিঃশ্বাস। এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান চালানোর পর যখন বেরিয়েছিল, স্লট কোয়ার্ডিনেটর পূর্বাদি আউট অফিসের সবার সামনে হাততালি দিয়ে দুহাতে দুটো থাম্বস আপ দেখিয়েছিলেন। ঋক বুঝতে পারছিল হিমঘর থেকে বেরিয়েও তার পিঠের পিছনের জামার অংশ অনেকটাই ঘামে ভিজে গেছে। পূর্বাদির দেওয়া সেই বিশ্বাসের বীজটুকু আজ প্রায় গাছে পরিণত হয়েছে। রোজগারের পরিমাণ বেড়েছে। বাড়িতে বাবা-মার প্রথমে আপত্তি থাকলেও কেরিয়ারে ওর উন্নতি,জনপ্রিয়তার শেষ পর্যন্ত তারা খুশিই হয়েছেন। কফি শেষ করে নিজের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল মাগটা। পূর্বাদি অফিসের বড় ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে ইশারা করতে অল্প হেসে সাউন্ডপ্রুফ কাচের ঘরে ঢুকে গেল ঋক। ঘড়ির কাঁটা ন'টা ছুঁতেই বুমার মাইক্রোফোনটা মুখের সমান্তরালে রেখে শব্দগুলো ভাসিয়ে দিল ঋক ---'নমস্কার, হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম এর সমস্ত শ্রোতাকে 'ঋকের সঙ্গে আড্ডায় স্বাগত জানাই। আপনারা সবাই জানেন সোম থেকে শুক্র রাত নটায় আমি আপনাদের সামনে হাজির হই কোনো একটি বিশেষ নিয়ে এবং সেই বিষয়টির ওপর কলাররা তাদের অভিমত দেন, তুলে ধরেন তাদের অভিজ্ঞতা, চলে আমার সঙ্গে অনেকটা আড্ডা এবং হ্যাঁ, অবশ্যই সঙ্গে থাকে একরাশ আপনাদের পছন্দসই গান। আজকের দিনটাও সেরকমই। প্রথমেই বলে ফেলি আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়টা। আজকের বিষয় 'কৃতজ্ঞতা'। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। একটু বলি। আমরা জীবনে প্রত্যেকেই কখনও না কখনও কারোর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছি বা অকৃতজ্ঞ হয়েছি বা ধরুন কেউ আপানাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে বা আপনি হয়ত অকৃতজ্ঞতারও শিকার হয়েছেন। তো আসুন , খোলা মনে আমরা কিছু বলে হালকা হই। কোথাও বা জমে আছে একটু পুরনো দুঃখ, কোথাওবা হতাশা। আবার এমনও হতে পারে, অকৃতজ্ঞ হওয়ার ভুলটুকু স্বীকার করে নিলেন বা কৃতজ্ঞতায় নিজের মন ভরে তুলে নিজের কোনো পুরনো বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন আপনার আনন্দটুকু। জানাবেন, অবস্যই আমার মনে, ঋকের সঙ্গে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম-এ 'ঋকের সঙ্গে আড্ডায়'। কলার বক্সে আড়চোখে দেখে নিল, এই মুহূর্তে লাইনে কেউ নেই। লাইন ক্রাউডেড হয় সবচেয়ে বেশি পনেরো মিনিট পর থেকে। প্রফেশনাল অভিজ্ঞতা তাই বলছে। এই পর্বে গান ঠিক করাই ছিল। ছোট্ট করে ঘোষণা করল—'আসুন আজকের অনুষ্ঠান শুরু করি এই গানটি দিয়ে। কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'গুরুদক্ষিণা' ছবির এই গানটি নিঃসন্দেহে আপনাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ করে তুলবে—' এ আমার গুরুদক্ষিণা/গুরুকে জানাই প্রণাম/ যার শুভকামনায় আমি/ এ সুর পেলাম।' গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সেঙ্গই ওয়েটিং কল চলে এলে ঋকের কাছে। সাধারণত এই ধরনের কল ওর কাছে আসার আগে একটা প্রাথমিক মনিটরিং হয়। ওর কাছে চলে এসেছে মানে সেই প্রাথমিক মনিটিরিং পর্ব শেষ। ঋক মাইক্রোফোনে নিজের সুরেলা গলা ভাসিয়ে দিল—'হ্যালো, কে আচেন লাইনে'?--- 'নমস্কার, আমি বাঁশদ্রোণী থেকে অনিমেষ দাশগুপ্ত বলিছ।'-হ্যাঁ, নমস্কার। বলুন।' -'প্রথম বলি, আজকের বিষয়টা কিন্তু আপনারা দারুণ বেছেছেন। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারের কর্মী। আমার যেটা মনে হয়, আমাদের জীবনে অনেকেই কৃতজ্ঞতায় বেঁধে ফেলে। হয়ত সেই মুহূর্তে পরিস্থিতির চাপে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাকে আমরা সারাজীবন বয়ে নিয়ে চলি।'-অনিমেষবাবু, আপনার জীবনে কি এমন কোনও অভিজ্ঞতা আছে? যদি আমাদেরশ্রোতাবন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন।' -আছে মনে, আমার খুব কনজারকভেটিভ ফ্যামেলিতে জন্ম। কিন্তু বাবার সে রকম পয়সা ছিল না। হয়েছিল কী, কলেজে পড়ার সময় আমার সঙ্গে একটি মেয়ের প্রেম হয়ে যায়।' '-'হুম, তারপর?'-'মেয়েটি আমাকে খুব সিরিয়াসলি নেয়। অনেক সময় আমাকে এক্সট্রা বই কিনে দেয়া থেকে শুরু করে আমাকে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করেছিল। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর আমি তার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখিনি। বাবার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে নিই। তার আর খোঁজ পাইনি। কিন্তু আমি জানি, আজও তার চোখে আমি অকৃতজ্ঞ হয়ে আছি।'-'অনিমেষবাবু আপনার এই রিয়েলাইজেশনটাই বড় কথা। আমাদের জীবনের করা অনেক ভুল পরে আমাদেরকে ভাবায়। সেটাও একটা অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। আপনার জন্য রইল এই গানটি।' কথাবলার ফাঁকেই ঋক ঠিক করে রেখেছিল গানটা। কলার বক্স অফ করে মিউজিক বক্সের সুইচটাই তুলে দেয়। চলতে থাকে, 'তুমি রবে নীরবে....'। আরও এক মাগ কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকেই ঋকের কাছে পরের সিলেক্টেড কল চলে এসেছে। তবে তার আগে দু-এক কথা বলে নেওয়া উচিত মনে করল, "তো বন্ধুরা, আজকের এপিসোডের বিষয় আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন 'কৃতজ্ঞতা'। হয়ত আমাদের মধ্যে কেই কৃতজ্ঞ আছে বা কেই অকৃতজ্ঞ। প্রত্যেকেই বলতে চান নিজেদের কথা। তাদের কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠার কারণ। হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম-এ 'ঋকের সঙ্গে আড্ডায়' আপনারা। দেখে নিই, পরের কলার কে আছে। হ্যালো-'।-'হাই, আমি অর্চিস্মিতা'-হ্যালো অর্চিস্মিতা, কোথা থেকে বলছ তুমি? -'আমি বালি থেকে বলছি।'-'হ্যাঁ অর্চিস্মিতা, কৃতজ্ঞতা নিয়ে তুমি কি ম্যাসেজ দিতে চাইবে?' -'না ঋকদা, আমার লাইফে আমি অকৃতজ্ঞতায় থেকেও কৃতজ্ঞতাকে অনেক বড় করে রাখতে চাইব। ছোটখাটো অভিজ্ঞতা যে জীবনে হয়নি তা নয়। কিন্তু আমি প্রেজেন্টলি যাকে বিয়ে করতে চলেছি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'-'কীরকম?'-'জীবনের প্রতিটা স্টেপে ও আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করে গেছে। আমার কেরিয়ার আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে সেটা স্রেফ শুধু ওর জন্য। এই সাপোর্ট আমি অন্য কোথাও থেকে পেতাম না। আমরা আগামী ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছি।' -গানটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঋককে বিজ্ঞাপনের স্লট ঢোকাতে হয়। কলার বক্সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বেশ কয়েকটা কল জড়ো হয়ে আছে। বিজ্ঞপন শেষ হতেই ফ্লন্ট কলটা নিয়ে নিল। -'হ্যালো আমি সৌমিকা বলছি। সৌমিকা দত্ত। বাঁকুড়া থেকে।' ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলল ঋক, -'হ্যাঁ বলুন'... -'আমি আপনার অনুষ্ঠান প্রায় নিয়ম করেই শুনি। কখনও ফোন করিনি, আজ প্রথমবার। পেয়ে গেলাম। আমি একজন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। আপনার অনুষ্ঠান আমার খুব পছন্দের। আর সবচেয়ে ভাল লাগল আজকের বিষয়টা।'-'আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমাদেরও ভাল লাগছে। তাহলে বলুন, কৃতজ্ঞতা নিয়ে আপনি কী বলছেন।?

-'আমি মনে করি, মানুষ সফল হওয়ার পথে যদি কাউকে পাশে পায় তার উচিত ইন্সপিরেশনটাকে মনে রাখা।'-' একদম ঠিক বলেছেন। এই যে, আপনি ডাক্তার হয়েছেন, আপনার জীবনেও কি কোনো ইন্সপিরেশন...'। -' অবশ্যই। সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আমার রিলেশন ব্রেক আপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাকে ভুলতে পারিনি। অবশ্য সেও কখনও যোগাযোগ করেনি।' —' ভেরি স্যাড। আশা করি, আপনার দুঃখ আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন। আপনার জন্য রইল এই গানটি।' বলেই ঋক চালিয়ে দিল, 'ওর হৃদয়ের রং জানে না....।' গান শেষ হতেই কো-অর্ডিনেটরের বিজ্ঞাপন চালানোর ইঙ্গিত এল। টাইমটা হিসেব করে একটু ব্রেক নিল ঋণক। বেশ কয়েকটা কল ছেনে দিল। বেশি করে কল নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও ঘণির কাঁটা এগনোর সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ করার চিন্তাটাও ওর মতো আর জে জে এ মাথায় রাখতে হয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাস্ট কলটা পেল, -'হ্যালো আমি অভয়চরণ সাধুখাঁ, হাওড়া আন্দুল থেকে বলছি।'-'আ রে অভয়দা। আপনি চলে এসেছেন। বেশ কিছুদিন পর মনে হচ্ছে?' -'কিছুদিন অফ ছিলাম ঋক। আজকের বিষয়টাকে শুনে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে আমার কিন্তু একদম অন্যরকম অভিজ্ঞতা।'

-'কীরকম'?-'বেশ কয়েকবার ফোন করেছি তোমাকে। কখনও বলার সুযোগ হয়নি, আমার স্ত্রী গত হয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর। সাডেন হার্ট অ্যাটাক। এত বালবাসতাম। তাও চলে গেল। এটা আমার কাছে এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা মনে হয়, জানো?' -'মনটা সত্যিই ভারী হয়ে গেল অভয়দা। একে অকৃতজ্ঞতা বলে কিনা জানি না। কিন্তু আপনার এই অদ্ভুত ফিলিংসটার কথা শুনে আমাদের রেডিও শ্রোতাদের অনেকেরই হয়ত এমনটা আমারই মতো খুব ভারী হয়ে যাচ্ছে। আপনি ভাল থাকুন সুস্থ থাকুন।' গলাটায় একটু বিষণ্ণতা আনল ঋক। -'আমি কিন্তু একটা গানের কিকোয়েস্ট রাখতে চাই আজ.... 'জিন্দেগি ক্যায়সি হ্যায় পেহেলি...'। -'অবশ্যই। আপনার জন্য থাকল এই গানটি।' প্রায় মধ্যরাতের কলকাতা। খুব শান্তভাবে নিজের ফোর হুইলার ড্রাইভ করে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল কাচ নামানো ছিল। হেমন্ত রাতের মৃদু পরশ ওর চুল আর মুখকে ছুঁয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অনবরত। ওর ঠোঁটে লেগেছিল মৃদু পরশ ওর চুল আর মুখকে ছুঁয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অনবরত। ওর ছোঁটে লেগেছিল মৃদু বাসি, মল্লিক বাজারের ক্রসিং পেরোতেই পাশের সিটের ওপর রাখা স্মার্ট ফোন বাজতে শুরু করল। সাধারণত ড্রাইভ করতে করতে বল নেওয়াটা ওর দস্তুর নয়। তার ওপরে অচেনা নম্বর। কী ভেবে ফোন অন করে কানে দিল, -'নম্বরটা আমার আর সেভ নেই তাই না?' ব্রেকের ওপর পাটা দিয়েও সরিয়ে নিল ঋক। সহজ গলায় বলল, 'না আসলে এত বছর কোনো যোগাযোগ নেই। আজ হঠাৎ এইভাবে...' —' সেটাই স্বাভাবিক। ভেবো না, তোমাকে দোষ দিচ্ছি।' -'দোষ কোনোদিনই দিইনি। আর সেটা স্বাভাবিক বলেই নম্বরটা আর সেভড নেই।' -'সেই। অন এয়ার তুমি আমাকে চিনতে পেরেও খুব স্বাভাবিক ছিলে। তুমি আর জে হিসাবে আজ এত নাম করেছ, ভাবতেও ভালো লাগে। ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত আমাদের সম্পর্কটাকে বুলেই গেছ।' -'কিছু কিছু সম্পর্ক ভোলা যায় না সৌমিকা। ফিলও করি। কিন্তু যখন রেডিও স্টেশনের বাইরে থাকি।' -'ও। অদ্ভুত লাগছে, এতদিন পর আজ তোমার সঙ্গে কথা বলে।' -'আমারও। ঠিক আছে রাখি তাহলে। আসলে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। গুড নাইট। ফোনটা রেখে শক্ত করে গত্রাড়ির স্টিয়ারিং ধরল ঋক। বাড়ি ফিরে নিজের আলমারি থেকে বের করে আনল পুরনো দিনের ছোট্ট রেডিও। সময় পেলেই রেডিওটা বের করে নানা চ্যানেলে গান শোনে ঋক। কোনো একদিন কারুর কাছ থেকে পাওয়া এই রেডিওটাই রেডিও জকি হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা। হালকা করে একবার স্টের গায়ে হাত বুলিয়ে নিজের ঘরের সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়াল। রেডিওর একটা চ্যানেল থেকে তখন ভেসে আসছে—'ওরা হৃদয়ের রং জানে না....।'(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অজানাকে জানাতে ভ্রমণই বড় ভূমিকা নিতে পারে

জয় গোস্বামী

এ কথা যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার নিজের কবিতা রচনার অভিজ্ঞতা বিষয়ে কোনও স্থির ধারণা আছে কি না, তাহলে আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকব। কেউ যদি আমার কাছে জানতে চান আমার কবিতা আমি কীভাবে লিখি, তাহলেও স্তব্ধতা-ই হবে আমার অবলম্বন। কারণ এ ধরনের প্রশ্নের সামনে একমাত্র স্তব্ধতাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমার কাছে দ্বিতীয় উপায় খোলা থাকে না। অন্ধকার যখন খুবই ঘন হয়ে আসে এবং রাস্তায় কোনও আলো জ্বলছে না, সে সময় গাড়িতে হাইওয়ে দিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম কারর সঙ্গে আমার কবিতা-রচনার অভিজ্ঞতাটির সাদৃশ্য আছে। রাস্তার দু'-ধারে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে জংলা গাছপালা। গাড়ির হেডলাইট এক-একবার সেসব ঝোপঝাড়ের ওপর পড়ছে আর একঝলক আলোকিত হয়েই সেসব গাছপালা ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে। আর চলমান গাড়ি, প্রতি মুহূর্তে সেসব গাছপালাকে পিছনে ফেলতে ফেলতে চলেছে।

কবিতা রচনার সময়টিও আমার কাছে অন্ধকার একটি অজানা দেশে চলমান থাকার মতো অবস্থা উপস্থিত করে। এই একঝলক দেখতে পেলাম, তো পরক্ষণেই অন্ধকার এসে সবটুকু ঢেকে দিল। যাত্রাপথটি পুরোটাই না-দেখা এক অঞ্চল। আমি আমার জীবনের প্রথম কবিতাটি হঠাৎই লিখেক ফেলি আমার ১৩ বছর বয়েসে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমার কবিতা লেখায় ছেদ পড়েনি একবার ছাড়া। আমার ৩৫ বছর বয়স থেকে ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত---এই তিন বছর আমি কোনও কবিতা লিখিনি। একেবার ঠিক ঠিক বলতে গেলে দু'বছর ১১ মাস আমি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে একটি বিরতি স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎই একটি ঘটনার ধাক্কায় আমার মাথায় কবিতা আসতে শুরু করে। ঘটনাটির কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়তো।

নেতাই নামক গ্রামে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে একটি গণত্যার ঘটনা ঘটে। তখন কলকাতার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে যান। তাঁরা আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই গ্রামে পৌঁছে আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলি। দেখতে পাই বাড়ির গায়ে বুলেট-ক্ষত। দেখতে পাই কংসাবতীর তীরে, সারি দিয়ে শুয়ে আছে তিনদিন আগে দাহ করা চিতার ছাই। গাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। গাড়িতেই ছিল কলকাতা আসার ব্যবস্থা। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মাথার মধ্যে ঝড়ের মতো কবিতা তৈরি হতে শুরু করে দিল। নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অর্পিতার কাছে একটি ছোট খাতা পাওয়া গেল। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই সেই খাতায় লিখতে শুরু করলাম ছোট ছোট খাতা পাওয়া গেল। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই সেই খাতায় লিখতে শুরু করলাম ছোট ছোট কবিতা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে অক্ষর আঁকাবাকা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মনে কবিতার লাইন আসার বিরাম নেই তখন। এই মানসলিখল পদ্ধতিও আমার সুপরিচিত। তাই মনে মনেও ধরে রাখতে লাগলাম, এই ছোট ছোট কবিতা। তিন দিন ধরে লেখার বিরতি। কী করে চলন্ত গাড়ির মধ্যে লোকজনের কথা বলে চলার কোলাহলের মধ্যেও আমার স্মৃতি কবিতাগুলিকে হুবহু ধরে রাখতে পেরেছিল---ভাবলে এখনও অবাক না হয়ে পারি না। কবিতাগুলি যেন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই নেমে আসছিল মাথার ভেতরে। 'হার্মাদ শিবির' নামক দু'ফর্মার ছোট বইয়ে কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়।

চলন্ত যানে বসে একটানা কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা আরও আছে। 'সূর্যপোড়া ছাই' নামক একটি কবিতার বই আছে আমার। সেই বইয়ের সব কবিতাই ট্রামে বসে লেখা। ট্রাম যখন চলছে তখন লেখা। ট্রাম যখন স্টপে দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমার কবিতাও থেমে যাচ্ছে। বইটি কেউ হাতে নিলে দেখবেন কবিতাগুলি ক্ষুদ্রাকার এবং সব কবিতার ভেতরেই দু'লাইন , তিন লাইন অন্তর স্পেসের ব্যবহার আছে। ওই ঘন ঘন স্পেসে কেন পড়ল? কারণ ব্রেক কষে ট্রাম তার নির্ধারিত স্টপগুলিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। ট্রাম দাঁড়ানো মাত্র কবিতার স্রোত ছিন্ন হয়ে সেই জায়গায় একটা করে স্পেস পড়ে যাচ্ছিল।

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল একেবারে দৈবাৎ। একদিন বাসের ভিড়ে ঠেলাঠেলি না করে ট্রামে উঠলাম, কিছুটা শান্তিতে যেতে পারব ভেবে। বসার জায়গাও পেয়ে গেলাম। ট্রাম চলতে শুরু করতেই মনে একটা লাইন ছুটে এল 'আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা'। কী এর মানে? কী কথা বলতে চাইছে এই লাইন? সেসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পেলাম না। মন ডুবে গেল কবিতাটি নিয়ে।

সেদিন তিনটি লেখা হল পরপর। সঙ্গে কাগজ-কলম নেই। মনে মনে ধরে রাখলাম কবিতা তিনটি। বাড়ি এসে খাতায় লিখে নিলাম। পরের দিন থেকে মনে আগ্রহ জন্মাল। দ্বিতীয় দিনও ট্রামে উঠলাম। ট্রাম চলতে শুরু করতেই আরম্ভ হল কবিতার লাইন মনে মনে তৈরি হওয়া। ট্রাম একটা করে স্টপে দাঁড়ায়, আর একটা করে স্পেস পড়ে যায় কবিতায়। এরপর নিয়ম করে ডালহৌসি গিয়ে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসে থাকতাম। ট্রাম ছাড়তে তখনও দেরি। কন্ডাক্টর, ট্রামচালক কেউই ওঠেনি। তবু আমি বসে থাকতাম। যদি কোনও লাইন আসে। ট্রাম থেমে থাকা অবস্থায় কখনওই কোনও লাইন তৈরি হয়নি। যেই ট্রাম চলতে শুরু করল, অমনি কবিতার লাইন আসা শুরু হ। তিনটি-চারটি করে কবিতা এক একদিনে তৈরি হত। বাড়ি এসে লিখে নিতাম। এইভাবে 'সূর্যপোড়া ছাই'-এর ৭৯টি কবিতা লেখা হয়। বই প্রস্তুত করার সময় নিয়েছিলাম ৬৪টি কবিতা। ১৫ টি লেখা বাদ দিই। কোনও পত্রপত্রিকাতেও ওই ১৫টি কবিতার কোনও লেখা ছাপাইনি। বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে প্রকাশককে জমা দেওয়ার পর ট্রামে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলাম। কারণ 'সূর্যপোড়া ছাই'-এর ঘোর আমি তখন আর নিজের মধ্যে বহন করতে চাইছি না।এখন আমি যে কোনও কবিতা লেখার সময় এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই, যেন জীবনের প্রথম কবিতাটি লিখতে যাচ্ছি। এত নিরূপায় একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথম লাইন এল, এল দ্বিতীয়-তৃতীয় লাইনও। তারপরই সব ধূলিঝড়ের অন্ধকারে ঢাকা। কীভাবে এগব তা জানি না। চুপ করে বসে থাকি। হয় দু'ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা। সময়ে কোনও বোধ থাকে না। আবার কখনও দ্রুত প্রায় মনে মনেই লেখা হয়ে যায় পুরো কবিতা। কয়েক দিন আগে যেমন। দ্রুত লেখা হল ১৬ লাইনের একটি কবিতা। সেদিন 'নজরুল আকাদেমি'-র মিটিং ছিল। গাড়িতে উঠেছি। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মনে মনে পুরো কবিতাটি ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিয়ে দিলাম তার শেষ ১২ লাইন। চার লাইন মাত্র থাকল কবিতাটির। বাকিটা বাদ। এখন প্রশ্ন হল, বাদ-ই যদি দেব তবে লিখলাম কেন অতগুলো লাইন? এই প্রশ্নের সামনে আমি নিরুত্তর হয়ে থাকতে বাধ্য হব। কেন একটা কবিতার ১৬ লাইন লিখে তারচার লাইন রাখব---এ প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই। একটি অজানা থেকে যাত্রা শুরু করি কবিতা লেখার সময়। আরেক অজানার মধ্য দিয়ে পথ চলি। কবিতাটি সম্পূর্ণ হওয়ার কয়েক মুহূর্তে আগে বুঝতে পারি, এবার কবিতাটি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুঝতে পারি, আমি থেমেছি আরও এক অজানায় এসে। তাই কবিতা-রচনার পক্রিয়া এক অজানা।প্রক্রিয়া আমার কাছে। প্রথম যখন লিখতে শুরু করি, তখনও যেমন অজানার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণই ছিল একমাত্র ভবিতব্য, আজও আমার কাছে কবিতা-রচনা সেইরকম এক অজানা ক্রিয়াই।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্য সরকার তো চাইবেই ফাঁক তালে ভোট করাতে, দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.): "রাজ্য সরকার তো চাইবেই ফাঁক তালে ভোট করাতে, তাতেই তাদের লাভ।" পুরভোট নিয়ে হাইকোর্টের শুক্রবারের পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে এ কথা বললেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, কমিশনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানুষের প্রাণ বিপন্ন করে গণতন্ত্র রক্ষা করার কোনও মানে হয় না।" শুক্রবার আদালত কমিশনকে প্রশ্ন করে, ৪-৬ সপ্তাহ ভোট পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা। কমিশনকেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে আদালত। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দিলীপবাবু বলেন, "ভোট পিছানোর দরকার, এটা সবাই বুঝেছেন। এটাই প্রথম কথা। পিছানোর সিদ্ধান্ত কে নেবে, তা নিয়েই ছিল সমস্যা। আসলে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার এখানে তো আলাদা কিছু নয়। রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলনেই কমিশন সব করছে। তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিচ্ছে। আমার মনে হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। কলকাতা ও বাংলা সংক্রমণে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে।"তার সঙ্গে দিলীপবাবুর সংযোজন, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভোট স্থগিত করা যায় কি? যদি কোনও প্রার্থীর মৃত্যু হয়, তাহলে কি ভোট স্থগিত হয় না? যদি নির্দল প্রার্থীরও মৃত্যু হয়, তাহলেও ভোট বন্ধ করা যায়। তার মানে ভোট বন্ধ করা যায়, প্রয়োজন হলে। এখন দুর্যোগ ঘোষণা করা হবে। এই ঘোষণা করা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। রাজ্য সরকারের লাইন সেটা ধার্য করে।" দিলীপবাবু বলেন, "অনেকেই বলছেন ভোট বন্ধ করার কথা। মানুষের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করার কোনও দরকার নেই। ২ বছরেও যদি গণতন্ত্র নষ্ট না হয়, তাহলে আর ৯ মাসে ৬ মাসে হবে না। রাজ্য সরকারের এই ফাঁক তালে ভোট করে দিলে লাভ। এই দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।"

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে তোপ দলের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাংসদ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে পাল্টা তাঁকে তোপ দেগেছেন দলের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার।

শুক্রবার অপরূপা দাবি করেছেন, "কল্যাণের দলের চিফ হুইপ পদ ত্যাগ করা উচিত। তিনি 'ঘরশত্রু বিভীষণের' মতো আচরণ করছেন"। যদিও, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কল্যাণের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এর আগে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বর্ষীয়ান আইনজীবী সাংসদের বিরুদ্ধেই মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় শৃঙ্খলা কমিটির পক্ষে 'সব বিষয়ের' ওপর নজর রাখছেন। তাঁর দাবি, বিতর্ক সরিয়ে যদি দেখেন, অভিষেক যা বলেছেন, তা মানুষের মনের কথাই বলেছেন। এনিয়ে কোনও প্রকাশ্য বিতর্ক পার্টি ভালচোখে দেখছে না। অনাবশ্যক জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই তাঁর 'ব্যক্তিগত মতামত' প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এখন মেলা, খেলা, ভোট সব বন্ধ রাখা উচিত। দু'মাস সব বন্ধ রাখা উচিত। মানুষ বাঁচলে আমরা বাঁচব।" অভিষেকের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষ হেনেছিলেন সাংসদ কল্যাণ। কল্যাণের দাবি, অভিষেকের এই মন্তব্য পারতপক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধাচারণ। এভাবে রাজ্য সরকারকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চারটি বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

সংক্রান্তিতে পিঠেপুলি তৈরির জন্য মাটির সরার চাহিদা বাড়ল নবদ্বীপে

নদিয়া,১৪ জানুয়ারি(হি. স) : পৌষ সংক্রান্তির দিন মাটির সরার চাহিদা বাড়ল নবদ্বীপে। গত কয়েকদিনে নবদ্বীপের পুরশ্চরণ মাঠ, পালপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের মধ্যে চরম ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানকার তৈরির মাটির সরা পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়, নিমতলা, পূর্বস্থলী, পারুলিয়া, ফলেয়া প্রভৃতি এলাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিছু টাকার মুখ দেখার আসা করেছেন মৃৎশিল্পীরা।

নবদ্বীপ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরশ্চরণ মাঠ পালপাড়ায় প্রায় ৭০টি পরিবার বংশপরম্পরায় মাটির সরা তৈরি করে চলেছেন। সারাবছর মাটির অন্যান্য সামগ্রী পুজোর ঘট, প্রদীপ, ধুনুচি, ভোগের থালা, গ্লাস, বাটি প্রভৃতি তৈরি করেন ওই সব শিল্পীরা। শীতের সময় পিঠেপুলি করার জন্য মাটির সরার চাহিদা বেড়ে যায়। সেকারণে এখন মৃৎশিল্পীদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের মাটির সরা তৈরি হচ্ছে। শীত পড়তেই নবদ্বীপের অধিকাংশ মঠ-মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে পিঠেপুলি ভোগ নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি পৌষ সংক্রান্তিতে গৃহস্থের বাড়িতেও তৈরি হয় পিঠেপুলি। শুক্রবার এক ব্যবসায়ী জানান, গত বছরের তুলনায় এবছর এখানকার মাটির সরার চাহিদা বেশি। ঢাকনা দেওয়া এক থেকে সাত বাটির সরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এদিন স্থানীয় মৃৎশিল্পী কৃষ্ণ পাল বলেন, সরা তৈরি করা খুবই পরিশ্রমের কাজ। মাটির দাম আকাশ ছোঁয়া। কিন্তু চাহিদা থাকলেও সে তুলনায় সরার দাম বাড়েনি। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেও আগের মত লাভ নেই। এখানকার সরা স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা পাইকারি দামে কিনে নিয়ে যান। ঢাকনা সহ এক একটি সরা ৩০-৩৫ টাকা বিক্রি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বকুল পাল বলেন, বংশপরম্পরায় আমরা এই ব্যবসা করে আসছি। এবছর বিক্রি মোটামুটি ভালো হচ্ছে। তবে আগে এর চেয়ে বেশি বিক্রি হতো। পালপাড়ায় বধূ গৌরীরানী পাল বলেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে এই কাজ করছি। ছোটবেলা থেকে কাদামাটি দিয়ে সরা তৈরি করি। খুবই খাটনির কাজ। সেই তুলনায় লাভ নেই। বর্তমানে মাটির সঙ্কেটও চলছে। অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের শরীরেও সমান কার্যকর কোভ্যাক্সিন

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের শরীরেও সমান কার্যকর কোভ্যাক্সিন। এমনটাই জানাল টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারত বায়োটেক। ভারত বায়োটেকের তরফে দাবি করা হয়, আমরা বৈশ্বিক একটি টিকা তৈরির আমাদের লক্ষ্য পূরণ করেছি। পাশাপাশি টিকার লাইসেন্সিং সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

এর আগে গত সপ্তাহে কোভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত বায়োটেক দাবি করেছিল যে তাদের তৈরি টিকা শুধু নিরাপদই নয়, করোনা ভাইরাসের সকল প্রজাতিকে প্রতিরোধে সক্ষম কোভ্যাক্সিন বুস্টার ডোজ। এক বিবৃতিতে ভারত বায়োটেক জানিয়েছে, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে টিকা প্রথম দু''টি ডোজের তুলনায় বুস্টার ডোজ পাঁচগুণ বেশি ভাইরাসের অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে সক্ষম। তাদের তৈরি করোনার টিকা ভাইরাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ কার্যকর ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম বলেও দাবি করেছে হায়দরাবাদের টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থাটি। বলা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে ডবল ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমে যায়। সেক্ষেত্রে ছয়মাস পর বুস্টার ডোজ দিলে শরীরে নতুন করে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। এতে কোভিডের সঙ্গে লড়াইয়ে সুবিধা হবে। পুনরায় সংক্রমণের ঝুঁকিও কমে যায়।

গত কাল ভারত বায়োটেক দাবি করেছিল, তাদের কোভ্যাক্সিন টিকার বুস্টার ডোজ ডেল্টার বিরুদ্ধে ১০০ শতাংশ এবং ওমিক্রনের বিরুদ্ধে ৯০ শতাংশ কাজ করছে। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ হিসাবে কোভ্যাক্সিন বাদে অন্য টিকা কেউ নিলে তাঁর পক্ষে ভারত বায়োটেকের বুস্টার ব্যবহারের সুযোগ আপাতত নেই। এদিন অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিবৃতির পরে কোভিশিল্ড গ্রাহকেরাও কিছুটা আশাবাদী হতে পারেন। এদিকে, গত ৩ জানুয়ারি থেকে দেশে শুরু হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর বয়সিদের টিকাকরণ কর্মসূচি। এক্ষেত্রে একমাত্র টিকা হিসেবে ছাড়পত্র পেয়েছে ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিন। তাই দেশের কিশোর কিশোরীদের শুধুমাত্র কোভ্যাক্সিন টিকাই দেওয়া হচ্ছে।

নদিয়ায় বৃষ্টিতে সরিষা, রসুন পেঁয়াজ চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা

নদিয়া,১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় নদিয়াতে সরিষা চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।একইসঙ্গে যে সমস্ত জমিতে দেরি করে পেঁয়াজ, রসুন, মুসুরি চাষ করা হয়েছে সেখানে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নদিয়ার নাকাশিপাড়ার রাধানগর গ্রামের চাষি আবু তাহের সেখ বলেন, আমি পাঁচ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা ও ধনে চাষ করেছিলাম। বৃষ্টির জল হওয়াতে এই চাষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া আলু চাষেও সামান্য হলেও ক্ষতি হয়েছে। তবে হালকা বৃষ্টিতে শীতকালীন সব্জির ক্ষেত্রে ভালো হল। এই সময় ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ একাধিক সব্জির ভালো চাষ হয়। সেই সমস্ত চাষে এই সামান্য বৃষ্টি কাজে লেগেছে। জেলাতে ১১ মিলি বৃষ্টি হয়েছে। ১১ বৃষ্টি হয়েছে ১০ মিলি। আর একদিন ১ মিলি বৃষ্টি হয়েছে। তাতে যে চাষির ক্ষতি হতে পারে না বলছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তবে জেলাতে এখনও পর্যন্ত বাংলা শস্যবিমায় সাড়ে ৩ লক্ষ কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই অবস্থায় এখনও যে সমস্ত কৃষক নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের দ্রুত করানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষিদফতর। শুক্রবার এ প্রসঙ্গে জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা(প্রশাসন) রঞ্জন রায় চৌধুরী বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার আগে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে জানিয়েছি। আর এই বৃষ্টিতে ফসলের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আমরা কৃষকদের কাছে আবেদন করছি, বাংলা শস্যবীমায় দ্রুত নাম নথিভুক্তকরুন। যদি ভবিষ্যতে কোনও সমস্যা হয়, তাহলে বিমার শর্তানুযায়ী আপনি ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।

চেকপোস্টে ধৃত সশস্ত্র যুবক নেওয়া হল হেফাজতে

মালদা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুমেদপুরে নাকা চেক পোস্ট থেকে অস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ধৃত যুবক বিহারের বলে খবর। ২৭ বছর বয়সী ধৃতের নাম মহম্মদ গুড্ডু। যুবকের বাড়ি বিহারের মধুবনী জেলায়। ওই যুবকের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, ধৃত ওই যুবককে শুক্রবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত গত বুধবার রাত্রে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নাকের ডগায় থাকা একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ৪ সশস্ত্র যুবক ওই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে জানানো হয়। এর পরই হরিশ্চন্দ্রপুর বিহার সীমান্ত জুড়ে নাকা তল্লাশি শুরু করে হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত্রে বিহারর সীমান্তবর্তী এলাকায় কুমেদপুর নাকা চেক পোষ্টে তল্লাশির সময় এই সন্দেহ ভাজন যুবককে তল্লাশি করে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক। সেখানে ওই যুবকের কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরে ডাকাতির ঘটনায় ওই যুবক জড়িত আছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দাস জানান রাতে আটক করা ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভোট পিছিয়ে না দেওয়াটা সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার লক্ষ্মণ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "পুরসভার ভোট অন্ততঃ ২ মাস পিছিয়ে না দেওয়াটা সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার লক্ষ্মণ"। ভোট পেছনো সম্পর্কে শুক্রবারের হাইকোর্টের নির্দেশের পর এই মন্তব্য করেন 'পদ্মশ্রী' চিকিৎসক অরুণোদয় মন্ডল।

এই সঙ্গে অরুণোদয়বাবু এই প্রতিবেদককে জানান, "একটি নির্বাচিত সরকারের আশু কর্তব্য এই করোণা অতিমারির মধ্যে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করা। করোণা তৃতীয় ঢেউয়ের প্রাক্কালে সাগর মেলা ও পৌরসভার নির্বাচন করার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ভার রাজ্য সরকার, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এমনকি কলকাতা হাইকোর্টকেই নিতে হবে।" করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এক মাসেরও বেশি পিছিয়ে গিয়েছে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন এবং দলের বেশ কয়েকটি জেলার সম্মেলনও। এই প্রসঙ্গেও অরুণোদয়বাবু বলেছেন, "এই মুহূর্তে যে কোনও রকম সমাবেশ না করাই উচিত। সিপিএম-এর সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্বাগত। ওই দলের মালদা জেলা সম্মেলন না পেছোনোর কথা হচ্ছে। ওটিও পিছিয়ে দেওয়া উচিত। আর, সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। এর গতি অনেক বাড়ানো দরকার।"

মকর সংক্রান্তি উৎসবে শুভেচ্ছা রজনীকান্তের

চেন্নাই, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার মকর সংক্রান্তিতে সারা দেশ জুড়ে নানা ভাবে পালিত হচ্ছে এই উৎসব। এই উৎসবের দিনে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন দক্ষিণী ছবির তারকারা। তামিলনাড়ুতে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান 'লোহরি' নামে পরিচিত। এদিন এখানকার সাধারণ মানুষ থেকে তারকা প্রত্যেকেই লোহরি উদযাপনে মেতে ওঠেন। তবে করোনা পরিস্থিতিতে সেসবে কোপ পড়েছে। এদিন সকলকে লোহরির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন থালাইভা রজনীকান্ত। গত ১২ জানুয়ারি নিজের জন্মদিন এই করোনা পরিস্থিতিতে ঘরোয়াভাবেই উদযাপন করেছিলেন তিনি। সঙ্গে এই করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখার বার্তাও দিয়েছেন। অন্যদিকে এদিনই মুক্তি পেয়েছে আরআরআর ছবির নতুন একটি পোস্টার। সেই পোস্টার লঞ্চের মাধ্যমে সকলকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই ছবির গোটা টিম।

প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর ভবতারিণী মায়ের পুজো হল অনাড়ম্বরভাবেই

নদিয়া, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়েছে আগেই। শুক্রবার ষোড়শ উপচারে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর নদিয়ার নবদ্বীপের ভবতারিণী মায়ের পূজার্চনা শুরু হয়। তবে করোনা পরিস্থিতিতে সবটাই হয় সরকারি কোভিড বিধি মেনে অনাড়ম্বরভাবে।

জানা গিয়েছে, ২৩ পৌষ পুজোর পর দেবীকে অঙ্গরাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাঁচদিন পর ২৮ পৌষ বৃহস্পতিবার রাতে অঙ্গরাগের পর পুনরায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মায়ের মন্দির। সংক্রান্তির দুপুরে তন্ত্রমতে ষোড়শ উপাচারে পুজো ও হোমযজ্ঞ করে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জানা গিয়েছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায় পোড়ামা প্রাঙ্গণে ভবতারিণী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে দেবী চতুর্ভুজা। রুদ্র মূর্তি রয়েছে। শবরূপী শিবের উপর তিনি অধিষ্ঠিতা। প্রতিদিনই দেবীকে একবার দুপুরে অন্নভোগ দেওয়া হয়। রীতি মেনে প্রতিদিন আঁশযুক্ত রুই, কাতলা, ইলিশ, শোল ইত্যাদি মাছ ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর, জল, মিষ্টি ও আরতির পর দেবী শয়নে যান। সংক্রান্তি দুপুরে দেবীকে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, পাঁচ রকম ব্যঞ্জন, রসা, চাটনি পরমান্ন এবং আঁশযুক্ত মাছ।

মন্দিরের প্রধান পূজারি মানিকলাল ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিবছরই সংক্রান্তির দিন বহু মানুষ ভবতারিণী মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করতেন। এবছর করোনার পরিস্থিতির কারণে সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে জমায়েতে এড়াতে শুধুমাত্র রীতি মেনে অনাড়ম্বরভাবে নিষ্ঠা সহকারে পুজো করা হয়।

জনগন সুস্থ না থাকলে এই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন কাদের জন্য

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের করোনার বর্তমান পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে আদালতের কাছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন এক থেকে দেড় মাস পিছিয়ে দেওয়ার কথা মনে করছে আদালত। আর সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশনই। ভোট পিছোনোর পক্ষে সওয়াল করেছেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শুভজিৎ ব্যানার্জী।

শুক্রবার শুভজিৎবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃহস্পতিবারের স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুযায়ী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার ৩০২ জন (গত ২৪ ঘন্টায়) সহ ১ লক্ষ ৩১ হাজারের বেশি. পজিটিভিটি রেট ৩২.১৩ু। সরকার জনসাধারণের ৫০ু সক্রিয়তা কমিয়ে সংক্রোমণ রোধে সচেষ্ট, সঙ্গে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মী মহলের নিরলস প্রচেষ্টা ও সচেতনতা শিরধার্য। এমতাবস্থায় কমিশনের লক্ষ্য সংবিধাননিষ্ঠ গনতন্ত্র স্থাপন। কিন্তু সুস্থ "জনগন" না থাকলে এই "জনপ্রতিনিধি" নির্বাচন কাদের জন্য?" প্রসঙ্গত, গোটা বৃহস্পতিবারের শুনানিতে ভোট পিছানোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে কমিশন ও রাজ্য সরকার। তবে শুক্রবার আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কেবল কমিশনেরই। এক্ষেত্রে এদিন সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশের উল্লেখ করেছেন বিচারপতি। নির্দেশের একেবারের শেষ পংক্তিতে সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাকসাইটে নেতাদের জনসংযোগ মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি স)। তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে গিয়ে ফের তৃণমূলে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন বিধায়ক, বিধাননগর পুরসভার প্রথম মেয়র সব্যসাচী দত্ত। শুক্রবার টুইটারে তিনি লিখেছেন, "মকর সংক্রান্তির এই শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা।কামনা করি মকর সংক্রান্তির দিনটা। সবার জীবনে আনন্দ নিয়ে আসুক। শুভ মকর সংক্রান্তি! প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী টুইটারে লিখেছেন, "আজ মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। ত্রিপুরার কৃষি, কৃষক কল্যাণ, পর্যটন ও পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহরায় টুইটারে লিখেছেন, "গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে সবাইকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা।

বাংলা নববর্ষেই রাজ্যবাসীকে নবনির্মিত টালা ব্রিজ উপহার দিতে চায় রাজ্য

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি স)। বাংলা নতুন বছরেই রাজ্যবাসীকে নবনির্মিত টালা ব্রিজ উপহার দিতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে।সূত্রের দাবি, করোনা সংক্রমণের বাড়াবাড়ির মধ্যেও সেই কাজে ছেদ পড়েনি। করোনা বিধিনিষেধ মেনেই ব্রিজ নির্মাণ এগিয়ে চলেছে মসৃণ গতিতে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ত্রুটি ধরা পড়ায় পুরনো টালা ব্রিজ ভেঙে নতুন করে গড়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। ৮০০ মিটার লম্বা এবং ১৯ মিটার মিটার চওড়া চার লেনের বিজ তৈরিতে খরচ হবে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, টালা ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়া রেললাইনের উপরের অংশ নির্মাণের জন্য রেলের ডিসেম্বর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই শুরু অনুমতি পেতে আদায় করতে মাস ছয়েক লেগেছে। সেই অনুমতি মেলার পর থেকে জোরকদমে হয়েছে ব্রিজ তৈরির কাজ। উত্তর শহরতলির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগের অন্যতম ভরকেন্দ্র ছিল টালা ব্রিজ। ওই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জানা গিয়েছিল তার জীর্ণ অবস্থার কথা। তার পরেই রেলের সঙ্গে আলোচনার পর সেতুটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে টালা সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই ওই সেতু ভাঙার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল।উত্তর কলকাতার নতুন করে সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প পথেই গাড়ি চলাচল করছে। যার ফলে নিতা যানজটের সমস্যায় জেরবার উত্তর কলকাতা ও শহরতলির এক বিরাট অংশের মানুষ। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে টালা ব্রিজ নির্মাণকাজ শেষ করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

বিজেপি থেকে ফেরানো যাবে না এই নেতাকে

অভিষেককে একযোগে চিঠি তৃণমূল বিধায়কদের

উত্তর দিনাজপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : ভোটের আগে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া তৃনমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অমল আচার্যকে ফেরানো চলবে না। এই দাবি জানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন উত্তর দিনাজপুরের সাত বিধায়ক সহ দলের নেতারা। তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রাক্তন সভাপতি অমল আচার্য বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি-তে যোগ দেন। কিন্তু ভোট মেটার পর অন্যান্য আরও অনেক নেতার মতো তিনিও তৃণমূলে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি দাবি করেছেন, শাসক দলের অনেক নেতার সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। ফলে যে কোনও দিন তিনি তৃণমূলে ফিরে আসবেন। এই খবর সামনে আসতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন জেলার বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক এবং নেতারা। জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, চেয়ারম্যান সত্যজিৎ বর্মন ছাড়াও জেলা থেকে নির্বাচিত দলের সাত বিধায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে অমল আচার্যকে দলে না নেওয়ার জন্য দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে সাক্ষর করা দলের বিধায়ক এবং নেতাদের দাবি, অমল আচার্য দলের খারাপ সময় বিজেপি-তে গিয়েছিলেন। এখন সুযোগ বুঝে ফিরে আসতে চাইছেন। পাশাপাশি দাবি করা হয়েছে, অমল আচার্য দলে ফিরে এলে ফের জেলায় শাসক শিবিরের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হবে। এমন কি, অমলবাবুকে দুর্নীতিপরায়ণ বলেও অভিযোগ করেছেন উত্তর দিনাজপুরের অন্যান্য নেতারা। তাঁদের দাবি, অমলবাবুকে ছাড়াই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জেলায় যথেষ্ট ভাল ফল করেছে। দুই বিজেপি বিধায়কও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ফলে অমল আচার্যকে দলে না নিলেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল আরও ভাল ফল করবে।

ভোট-প্রস্তুতি রাজ্যের বাকি ১০৮ পুরসভাতেও

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : ২২ জানুয়ারি আসানসোল, চন্দননগর, শিলিগুড়ি ও বিধাননগর পুর নিগমে ভোট হওয়ার কথা। চারটি পুর নিগমের সঙ্গে বাকি ১০৮টি পুরসভাতেও ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।২৭ ফেব্রুয়ারি বাকি পুরসভাগুলিতে ভোট করানোর প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে রাজ্য সরকার। তাই সেগুলিরও ভোট প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্রের খবর। ওই ১০৮টির মধ্যে ১০৬টি পুরসভায় ভোট বকেয়া রয়েছে। দু'টি পুরসভা নতুন। ভোটের ন্যূনতম ২৫ দিন আগে নির্দেশিকা প্রকাশ করে কমিশন। সেই সূত্রে সেগুলির নির্দেশিকা প্রকাশ হবে ফেব্রুয়ারিতেই। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে বুথ ও ভোটকেন্দ্র নির্বাচন-সহ সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে ফেলতে বলেছে কমিশন। চার পুর নিগমের ভোট মিটলেই বাকি সব পুরসভা নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু হবে। তবে হাওড়া পুরসভার ছবি স্পষ্ট হয়নি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতে ত্বকের সব সমস্যার সমাধান হবে নিমেষেই, ব্যবহার করুন সরিষার তেল

শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বক শুষ্ক ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। শুষ্ক ও প্রাণহীন ত্বককে নরম-উজ্জ্বল করতে সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন।

মুখে সরিষার তেল দিয় মালিশ করলে ত্বকের অনেক উপকার হয়। সরিষার তেলে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা ত্বকের অনেক সমস্যা দূর করে। সরিষার তেল ব্যবহার করে ত্বকের দাগও কমে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক, ত্বকের যত্নে সরিষার তেলের উপকারিতা।

ত্বকের দাগ দূর করে সরিষা তেল
শীতকালে ত্বকের যত্নে সরিষার তেল খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয়। কালো দাগ দূর করতে এক চামচ বেসন নিয়ে তাতে দুই চামচ দই মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণে আধা চা চামচ সরিষার তেল দিন। ঘরে তৈরি এই ফেসপ্যাকটি মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। সপ্তাহে একবার ঘরে তৈরি এই ফেস মাস্কটি ব্যবহার করুন। এই ফেসপ্যাক ব্যবহারে মুখের কালো দাগ দূর হবে, পাশাপাশি ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল হবে।

ফাইন লাইনস-এর জন্য সরিষার তেল
ফাইন লাইনস-এর জন্য সরিষার তেল
শীতে ত্বকের যত্ন এবং ফাইন লাইনস কমাতে সরিষার তেল খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয়। বলিরেখা কমাতে হালকা গরম তেল নিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। ম্যাসাজ করার পরে, একটি সুতির কাপড় ভিজিয়ে অতিরিক্ত তেল মুছে ফেলুন। ফল পাবেন হাতেনাতে!

উজ্জ্বল ত্বক পেতে ব্যবহার করুন সরিষার তেলের ফেস প্যাক
ত্বকের ট্যান দূর করতে সরিষার তেল
ত্বকের ট্যান দূর করতে সরিষার তেল
শীতকালে রোদে বসার কারণে ত্বকে ট্যান পড়ে যায়। ত্বকের সুরক্ষায় রাসায়নিক সানস্ক্রিনের পরিবর্তে সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন। সরিষার তেলে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের ট্যান দূর করতে খুবই সহায়ক।

ত্বকের ট্যান দূর করতে এক চামচ সরিষার তেল নিন। এই তেলে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। লেবুর রসে অ্যালার্জি থাকলে ব্যবহার করবেন না, তার পরিবর্তে দই ব্যবহার করতে পারেন। এটি দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন, ১০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

শুষ্ক-রুক্ষ চুল ও খুশকির সমস্যায় একমাত্র ব্যবহার করুন ডাবের জল

ডাবের জল যে শরীরের জন্য উপকারি, সেটা তো সকলেই জানেন। কিন্তু জানেন কি রূপচর্চাতেও কাজে লাগতে পারে এই জল? ত্বক ও চুলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে ডাবের জলের জুড়ি নেই। ডাবের জল ভিটামিন এবং খনিজে সমৃদ্ধ হওয়ায়, এটি চুলকে হাইড্রেট রাখে ও চুলে প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে। চুলের রুক্ষ-শুষ্কভাবও কমায়। তাছাড়া, ডাবের জল চুল ভাঙা প্রতিরোধ করে। স্ক্যাল্পের চুলকানি, শুষ্কভাব এবং ফ্ল্যাকি স্ক্যাল্পের সমস্যাও দূরে রাখে, খুশকি এবং স্প্লিট এন্ডস কমায়। তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক, চুলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে ডাবের জল কীভাবে ব্যবহার করবেন -

১) ফ্রেশ ডাবের জলের সরাসরি ব্যবহার চুলে এবং মাথার ত্বকে সরাসরি ডাবের জলের ম্যাসাজ, রক্ত সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করার পাশাপাশি চুলের ফলিকলস শক্তিশালী করে এবং চুলের বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। ১/২ কাপ তাজা ডাবের জল নিয়ে সরাসরি তা দিয়ে স্ক্যাল্পে ৫ মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপর ৩০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু এবং ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভালো ফল পেতে এটি সপ্তাহে ২-৩ বার পুনরাবৃত্তি করুন।

২) ডাবের জল এবং লেবুর রস লেবু স্ক্যাল্পকে ভাল রাখে এবং খুশকি ও স্ক্যাল্প ব্রণ দূর করতেও সহায়তা করে। দুই কাপ ডাবের জলে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটি নিয়ে স্ক্যাল্প সহ সমস্ত চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে দু’দিন এই প্রক্রিয়াটি করুন।

৩) ডাবের জল এবং অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার স্ক্যাল্পের দ্মছ লেভেল মেনটেন করতে এবং চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে, এক কাপ ডাবের জলে ১ টেবিল চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে, মিশ্রণটি স্ক্যাল্প সহ সারা মাথায় ভাল করে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। তারপর মাইল্ড শ্যাম্পু এবং উষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার করলেই যথেষ্ট।

৪) ডাবের জল এবং মধু মধু মাথার ত্বকের চুলকানি প্রশমিত করার পাশাপাশি, খুশকির সমস্যা প্রতিরোধ করে এবং চুলকে কন্ডিশন রাখতেও সহায়তা করে। এক্ষেত্রে এক কাপ ডাবের জলে ৪ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটি মাথার ত্বক এবং চুলে ভাল করে লাগিয়ে, ৩০ মিনিট গরম তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে রাখুন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত একদিন এই প্রক্রিয়াটি করুন।

৫) ডাবের জলের হেয়ার স্প্রে একটি স্প্রে বোতলে, ২ চা চামচ অ্যালোভেরার রস এবং ২ চা চামচ জোজোবা তেলের সাথে ১/৪ কাপ ফ্রেশ ডাবের জল মেশান। সবকটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। যখনই আপনার চুল নিস্তেজ এবং শুষ্ক মনে হয় তখনই এই স্প্রেটি ব্যবহার করুন। মিশ্রণটি ঝাঁকিয়ে নিয়ে চুলে স্প্রে করুন। মিশ্রণটি খারাপ যাতে না হয় তার জন্য ফ্রিজে রাখুন। আপনি এটি ৩-৪ দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। ৬) ডাবের জল, দই এবং অ্যাপেল সিডার ভিনেগার এই প্যাকটি ড্যামেজ হেয়ার মেরামত করতে দুর্দান্ত কার্যকর। ৩ টেবিল চামচ ডাবের জলে ১ টেবিল চামচ দই এবং ১ চা চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে, একটি পেস্ট তৈরি করে নিন। তারপর ওই পেস্টটি মাথার স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন। ৪৫ মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে তিনদিন এই প্রক্রিয়াটি করুন।

চুল পড়া ও খুশকির সমস্যাকে দূর করতে চান

কথায় বলে জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা। হ্যাঁ এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য যে, কালো, ঘন, উজ্জ্বল চুল পেতে সবার প্রথমে দরকার কিন্তু অয়েল ম্যাসাজ। তেল থেকেই আমাদের চুল ও স্ক্যাল্প বেশি পুষ্টি পায়। চুলে নিয়ম করে তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে চুল পড়া, খুশকির বাড়বাড়ন্ত, চুল ফাটা ও রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা অনেকটাই কমে। স্ক্যাল্পের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করে। তবে চুলের যত্নে মার্কেট থেকে কেনা তেলের পরিবর্তে, ঘরে তৈরি তেল ব্যবহার করতে পারেন। এগুলি বাজারের খরচসাপেক্ষ নামিদামি ব্র্যান্ডের তুলনায় অনেকগুণ বেশি কার্যকর। তেলে ভেষজ কিছু উপাদান মিশিয়েই আপনি হেয়ার অয়েল তৈরি করতে পারেন। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক, বাড়িতে কীভাবে তেল তৈরি করবেন এবং ঘরোয়া তেলের উপকারিতা সম্পর্কে।

১) অনিয়ন অয়েল
পেঁয়াজে উচ্চ সালফার থাকে, যা বিভিন্ন সমস্যার চিকিৎসা করতে পারে। পেঁয়াজের তেল চুলের বৃদ্ধি করে এবং চুল ফাটা রোধ করতে পারে। এছাড়াও, এটি চুলের দ্মছ লেভেল ঠিক রাখে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়া প্রতিরোধ করে। চুল পড়া বন্ধ করে।

এই তেল তৈরি করতে, প্রথমে কিছু পেঁয়াজ এবং কারিপাতা নিয়ে মিহি করে পিষে নিন। এরপর, এই পেস্টে নারকেল তেল দিয়ে কম আঁচে মিশ্রণটি গরম করুন। ৫-১০ মিনিট পরে আঁচ বাড়ান এবং ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এবার ১৫ মিনিট অঁচ কম করে ফোটান, তারপর গ্যাস বন্ধ করে দিন। সারারাত এই মিশ্রণটি ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। পরের দিন সকালে তেলটি ছেঁকে নিয়ে একটি পাত্রে সংরক্ষণ করুন।

২) আমলকীর তেল
এই তেলটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই ব্যবহার করতে পারেন। অকালে চুল পেকে যাওয়া এবং চুল পড়া রোধ করে। এটি চুলের বৃদ্ধি করে, মাথার ত্বককে ঠাণ্ডা করে এবং চুল উজ্জ্বল করে তোলে।

এর জন্য, এক কাপ নারকেল তেল এবং বীজ বার করা কয়েকটি আমলকি নিন। আমলকি পিষে নিয়ে একটি পাত্রে রস ছেঁকে নিন। এবার একটি প্যানে নারকেল তেল এবং আমলকির রস ১০-১৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন। দেখবেন ফুটতে ফুটতে মিশ্রণটি বাদামি হয়ে যাবে। তারপর তেলটি একটি পাত্রে ছেঁকে ঠান্ডা হতে দিন।

৩) হার্বাল অয়েল
তুলসি এবং নিম পাতা মাথার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। এই উপাদানগুলির অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্য, মাথার ত্বকের চুলকানি কমাতে এবং খুশকি প্রতিরোধে খুব সহায়ক।

এই অয়েলটি তৈরি করতে, তাজা তুলসী পাতা, নিম পাতা এবং মেথি বীজ নিয়ে ভাল করে পিষে নিন। তারপর তাতে পরিমাণমতো নারকেল তেল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ওই তেল ছেঁকে কাঁচের বয়ামে রেখে ব্যবহার করুন।

৪) কালো জিরার তেল
কালো জিরা ভিটামিন এ, বি, সি, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, পটাসিয়াম এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাল উৎস। কালো জিরার তেলে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা মাথার ত্বক শুকনো ও পরিষ্কার রাখে। চুলের বৃদ্ধি করে এবং চুল ফাটা রোধ করে।

এই তেলটি তৈরি করতে, এক টেবিল চামচ কালো জিরে গুঁড়ো করে নিন। তারপর একটি কাঁচের বয়ামে পরিমাণমতো নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল নিয়ে তাতে কালো জিরে গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর দু-তিনদিন রেখে দিলেই তৈরি কালো জিরার তেল। প্রতিবার ব্যবহার করার আগে এই তেলটি সামান্য পরিমাণে নিয়ে গরম করে মাথায় লাগান।

৫) হিবিস্কাস অয়েল
ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ জবা ফুল চুলের বৃদ্ধি করে, চুল পড়া রোধ করে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়া রোধ করে। নারকেল তেলের সাথে জবা ফুল মিশিয়ে ব্যবহার করলে চুল উজ্জ্বল হয়, চুল ফাটা কমবে, চুলের বৃদ্ধি হবে ও চুল ঘন হবে।

হিবিস্কাস অয়েল তৈরি করতে, প্রথমে জবা ফুলের কয়েকটা পাপড়ি পিষে নিন। এরপর একটি পাত্রে নারকেল তেলের সাথে এই পেস্ট মিশিয়ে ভাল করে ফোটান, যতক্ষণ না পর্যন্ত রঙ পরিবর্তন হচ্ছে। তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে, ওই তেল ছেঁকে নিন এবং একটি কাঁচের বয়ামে রেখে ব্যবহার করুন।

৬) কারিপাতার তেল
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কারিপাতা চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায়। আর এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ফলে খুশকিও কমাতে পারে।

একটি ছোটো পাত্রে এক কাপ নারকেল তেলে এক মুঠো কারি পাতা দিয়ে গরম করুন। এই মিশ্রণটি ততক্ষণ গরম করুন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলের উপর কালো স্তর পড়ছে। তারপর তেলটি ঠাণ্ডা হলে পাতাগুলো ফেলে দিয়ে শিশিতে তেলটি ভরে নিন।

টানটান ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে ব্যবহার করুন জিরা টোনার, দেখে নিন তৈরির পদ্ধতি

যেকোনও খাবারের স্বাদ বাড়াতে জিরা দারুণ কার্যকরী। বেশিরভাগ ভারতীয় রান্নাতেই গোটা জিরা বা জিরা গুঁড়োর ব্যবহার করা হয়। তবে জিরা কেবল খাবারেরই স্বাদ বাড়ায় না, পাশাপাশি এটি ত্বকের জন্যও খুবই উপকারি। জিরা ব্যবহারে ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়ে ওঠে।

আপনি ত্বকের যত্নের জন্য বাড়িতেই জিরার টোনার বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। আসুন জেনে নিই, কীভাবে জিরা থেকে টোনার তৈরি করবেন এবং এর উপকারিতা কী কী।জিরা টোনার তৈরি করার পদ্ধতি

জিরা টোনার তৈরি করার পদ্ধতি
একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল
জিরা টোনার তৈরির পদ্ধতি
জিরা টোনার তৈরির পদ্ধতি
আধা কাপ জলে গোটা জিরা দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে জল ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে এই জলটি ভরে নিন। স্প্রে বোতলে গোলাপ জল ও ভিটামিন ই ক্যাপসুলের লিক্যুইড দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই টোনারটি প্রতিদিন নিয়ম করে মুখে লাগান। ত্বকের যত্নে রাতে টোনার ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে ত্বক দাগহীন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

জিরার জলে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য থাকে। জিরা বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। তাছাডা, এতে ভিটামিন-ই ক্যাপসুল ব্যবহার করার কারণে এটি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ টোনার। ভিটামিন-ই ত্বকের জন্য কতটা উপকারি, তা আমরা সকলেই জানি। জিরা টোনার লাগালে মুখের রিঙ্কেলস ও ফাইন লাইনস কমে যায় এবং ত্বককে টানটান করতে সাহায্য করে। মুখের ফোলাভাব বা চুলকানির সমস্যা কমাতে জিরার টোনার খুবই কার্যকরী। এছাড়াও, জিরা টোনার ব্যবহারে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসে, ত্বকের মৃত কোষ দূর হয়, যে কারণে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করুন উবটান, কীভাবে তৈরি করবেন? দেখে নিন

আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে প্রথমে ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তারপরে এই ঘরে তৈরি টোনারটি ব্যবহার করা উচিত। আমরা এমন কোনও দাবি করছি না যে, এই টোনার প্রয়োগ করলেই আপনার ত্বকের উপকার হবে, তাই এটি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকুন।

ত্বকে কালচে দাগ-ছোপ নিয়ে চিন্তিত?

উজ্জ্বল, মসৃণ, দাগহীন ত্বক কে না চায় বলুন! আর এর জন্য চাই ত্বকের নিয়মিত সঠিক পরিচর্যা। কিন্তু বাড়ির কাজ, অফিসের কাজের চাপ, এই সবের মাঝে আলাদা করে সময় পাওয়া যায় না ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য। এর ফলে মুখে ব্রণ-ব্যাশ কালচে দাগ-ছোপ দেখা দেয়।

সানবার্ন, হরমোনের পরিবর্তন, ব্রণ-ব্যাশ, ক্ষত থেকে তৈরি দাগ এবং কোনও ওষুধ বা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের পার্শ প্রতিক্রিয়ার মতো বিভিন্ন কারণে ত্বকে কালো দাগ-ছোপ দেখা দিতে পারে। ত্বকে ডার্ক স্পট যেকোনও বয়সেই হতে পারে। এর ফলে মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তবে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতির সাহায্যে আপনি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক, মুখের কালচে দাগ দূর করতে কোন কোন ঘরোয়া প্রতিকার বেশি কার্যকর -

১) আলু
পটাসিয়াম, ভিটামিন বি৬, জিঙ্ক, ফসফরাস এবং ভিটামিন সি-এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর আলু। মুখের কালো দাগ দূর করতে দুর্দান্ত কার্যকর আলু। এক্ষেত্রে, আলু স্লাইস করে কেটে জলে ভিজিয়ে সরাসরি আক্রান্ত স্থানের উপর ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এছাড়া, আলু গ্রেট করে ১ চা চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে ডার্ক স্পটের জায়গায় লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

২) বাটারমিল্ক
বাটারমিল্কও মুখের কালো দাগ-ছোপ দূর করতে দুর্দান্ত কার্যকর। একটি ছোটো পাত্রে ৪ চা চামচ বাটারমিল্ক এবং ২ চা চামচ টমেটো রস মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। এছাড়াও, একটি কটন প্যাড বাটারমিল্কে ভাল করে ভিজিয়ে আপনার পুরো মুখে বা কালো ছোপের জায়গায় আলতো করে ঘষে নিন। ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

দই, দুধ এবং বাটারমিল্কে উচ্চ পরিমাণে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকায় এটি মুখের কালো দাগ হালকা করার জন্য একটি কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার।

৩) লেবুর রস
লেবুর রস ত্বকের দাগ ছোপকে হালকা করতে সহায়তা করে। একটি তুলার বলে কয়েক ফেঁটা লেবুর রস নিয়ে ডার্ক স্পটের জায়গায় কিছুক্ষণ ঘষে নিন। ত্বকের বর্ণের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে, লেবুর সাথে এক চা চামচ দই কিংবা তেল মিশিয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে।

খুশকি থেকে মুক্তি পেতে চান? ব্যবহার করুন রসুনের হেয়ার প্যাক!

শীতকালে চুলে খুশকি হওয়া অতি সাধারণ সমস্যা। খুশকির কারণে চুল পড়া বাড়ে, চুল রুক্ষ হয়ে যায়। তাই খুশকি থেকে মুক্তি পেতে আমরা কত কিছুই না করে থাকি, কিন্তু তারপরেও রেহাই মেলে না। তবে আপনি খুশকি থেকে মুক্তি পেতে রসুন ব্যবহার করে দেখতে পারেন। রসুন শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারি নয়, এটি ত্বক ও চুলের জন্যও বেশ উপকারি।

ভারতীয়দের রান্নাঘরে রসুন একটি ঐতিহ্যবাহী উপাদান। এটি কেবল খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, পাশাপাশি স্বাস্থ্য, ত্বক ও চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারি। চুল পড়া ও খুশকি নিয়ে যারা নাজেহাল, তাদের জন্য এটি কার্যকরি ঘরোয়া প্রতিকার বলা যেতে পারে। তাহলে আসুন জেনে নিই, খুশকি দূর করতে রসুন কীভাবে ব্যবহার করবেন এবং এর উপকারিতা। রসুন এবং অলিভ অয়েল হেয়ার প্যাক রসুন এবং অলিভ অয়েল হেয়ার প্যাক রসুন এবং অলিভ অয়েলের পেস্ট চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারি। এই পেস্ট তৈরি করতে, রসুনের ৫-৬টা কোয়া ভাল করে পিষে এতে অলিভ অয়েল মেশান। এবার এই মিশ্রণটি গরম করুন। মিশ্রণটি হালকা ঠাণ্ডা হলে এটি দিয়ে চুলে ম্যাসাজ করুন। এতে খুশকি কমার পাশাপাশি চুলের গোড়াও মজবুত হবে। রসুন এবং মধুর হেয়ার প্যাক রসুন ও মধু মিশিয়ে পেস্ট লাগালে নিমেষেই কমবে খুশকির সমস্যা! কয়েকটা রসুনের কোয়া নিয়ে পিষে নিন, এবার তাতে মধু মেশান। ভাল করে মিশিয়ে চুলে লাগান। ২০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন।

রসুন এবং নারকেল তেল নারকেল তেলে প্রচুর ভিটামিন থাকে, যা আপনার চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে। এটি চুল পড়া প্রতিরোধ করে। এছাড়াও, রসুন খুশকি কমাতে সাহায্য করে, কারণ এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ৫-৬টি রসুন খোসা ছাড়িয়ে পিষে নিন। এতে ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল ভাল করে মেশান। এই মিশ্রণটি গরম করে প্রায় আধা ঘণ্টা মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। পরে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

চুলের জন্য রসুনের উপকারিতা
১) রসুন চুল পড়া বন্ধ হয়। রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য, যা মাথার ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে।

২) শীতের সময় চুলে খুশকি অনেক বেড়ে যায়, যার কারণে চুল পড়া বাড়ে। রসুন ব্যবহারে খুশকি কমে। মাথার ক্ষতিকর ত্বককে নিরাময় করতে পারে রসুন।

৩) রসুনে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রোটিন, যা চুলের বৃদ্ধির জন্য খুবই ভাল। রসুনে অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে মাথার ত্বককে রক্ষা করে, এর ফলে গোড়া শক্তিশালী হয়।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বাড়ি ঘরে পিঠাপুলি তৈরী করেন গৃহিনীরা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

উত্তরাখণ্ডে নতুন ৩২০০ জন করোনা সংক্রামিত, তিনজনের মৃত্যু

দেহরাদুন, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় উত্তরাখণ্ডে নতুন করে ৩২০০ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন এবং তিনজন রোগী মারা গেছে। রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়েছে।

শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, এদিন ২৪ হাজার ৬৭৪ জনের পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। রাজ্য জুড়ে ২৭,৭৪০ টি নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আজ রাজ্যে করোনার ৩২০০ টি নতুন কেস নথিভুক্ত হয়েছে।

দেরাদুনে সর্বাধিক ১০৩০, হরিদ্বারে ৫৪৩, নৈনিতালে ৪৯৪, ইউএস নগরে ৪২৯, আলমোড়ায় ১৬৫, বাগেশ্বরে ৩৮, চামোলিতে ৪০, চম্পাওয়াতে ৪৬, পাউরিতে ১৩১, পিথোরাগড়ে ৫৮, রুদ্রাগড়ে ৫২, উত্তরকাশীতে ৬২ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১২, ৩৪৯ হয়েছে।

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তিন লাখ ৬৩ হাজার ৪২৪টি করোনার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৩৫৩ জন। রাজ্যে করোনায় ৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মোট ৭৪৩৮ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমণের হার ১১.৪৮ শতাংশ এবং রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৯২.৫৫ শতাংশ।

শুক্রবার করোনা থেকে বাঁচতে মোট ৮ হাজার ৮৫১ জনকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পাঁচ দিনে ৭০,১৪২ জনকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের টিকা দেওয়ার অধীনে রাজ্যে ১১ দিনে ৩,৪১,৮৩৮ জন কিশোর-কিশোরীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে।

কোভিডে ম্লান কবি জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুলির মেলা

বোলপুর, ১৪ জানুযারি (হি. স.) : কোভিডে ফাঁকা জয়দেব-কেন্দুলি মেলা । মেলা হলেও নেই জমজমাট আমেজ । কোনওরকমে মেলা ও পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রথমবার বাতিল হয়েছিল জয়দেব কেন্দুলির মেলা। পরে যদিও ঐতিহ্য ধরে রাখতে 'ছোট' করে মেলা করার সিদ্ধান্ত নেন বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং। সেই মোতাবেক শুক্রবার থেকে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী জয়দেব কেন্দুলি মেলা।মকর সংক্রান্তির ভোর থেকেই অজয় নদীর ঘাটে চলছে পূণ্যস্নান। তবে একেবারেই ভিড় নেই মেলায় ও স্নানের ঘাটে ।প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে জয়দেব মেলায় । তিল ধারণের জায়গা থাকে না । করোনার প্রকোপে মেলার দৃশ্যটা সম্পূর্ণ ভিন্ন । রাধা-বিনোদের মন্দিরে পুজোর দীর্ঘ লাইন দেখা যেত । এবছর হাতে গোনা ভক্ত এক এক করে গিয়ে পুজো দিচ্ছেন । সব মিলিয়ে ম্লান কবি জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত এই মেলা । কেন্দুলির বাসিন্দা অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার জীবনে এত কম সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতেই জয়দেব মেলা কোনওদিন দেখি নি। তবে করোনার কারনেই ভিড় না হওয়ার মন খারাপ।'

তবে মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথারীতি আঁটোসাটো করা হয়েছে। প্রায় দু হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। নজরদারির জন্য রয়েছে ৭০ টি সিসিটিভি, ৭ টি ওয়াচ টাওয়ার । ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমেও চলছে নজরদারি। ইভটিজিং, কেপমারি রুখতে সাদা পোশাকের পুলিশ রয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। এছাড়া, স্নানের ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন রয়েছে, রয়েছে লাইফ বোট । প্রশাসনের তরফে থেকে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সকাল থেকেই বারবার মেলা চত্ত্বরকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। বাউলের সেভাবে আখড়া না হওয়ায় কিছুটা হলেও মন খারাপ বাউল শিল্পীদের। পাশাপাশি এই মেলার অন্যতম ঐতিহ্য কলা বিক্রি, এবার তা দেখা গেলেও সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।জয়দেবের মনের মানুষ আখড়ার বাউল শিল্পী তন্ময় দাস বাউল বলেন, 'করোনার কারনে এবছর আখড়া বন্ধ রাখা হয়েছে সর্ব সাধারণের জন্য। কত বাউল শিল্পীর মিলন হত এই মেলায়। এবার কেউ আসেনি তাই মন খারাপ।' বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্র ত্রিপাঠী বলেন, ''আনুষ্ঠানিক ভাবে মেলা আজ থেকে শুরু হল। তবে আমরা গতকাল থেকেই মেলা নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। তবে খুব বেশি মানুষ এখানে উপস্থিত হননি। সেই কারণে মানুষকে ধন্যবাদ জানাই আমরা। আমরা বারবার সচেতনতার প্রচার চালিয়েছি। অল্প কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়েছেন।

দলিতের ঘরে মধ্যাহ্নভোজ যোগীর, কটাক্ষ অখিলেশের

গোরক্ষপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : শুক্রবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দলিতের ঘরে পাত পেড়ে খিচুরি খেলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুদিনের গোরক্ষপুর সফরে এদিন দলিতের ঘরে পা দেন তিনি। সেখানে অমৃতলাল ভারতী নামে দলিতের ঘরে তাঁকে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়। পরপর বেশ কয়েকজন অন্য পিছিয়ে পড়া (ওবিসি) সম্প্রদায়ের দলের নেতা-কর্মীদের ঘর ঘর ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাজনৈতিক মহলের ধারনা, ভোটের মাসখানেক আগে পিছিয়ে পড়া (ওবিসি) সম্প্রদায়ের প্রথম সারির নেতা বিজেপি ছেড়ে বিরোধী শিবির, বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টিতে (সপা) নাম লিখিয়েছেন। পাছে ওবিসি ভোটবাক্সে তার প্রভাব পড়ে, সেই অঙ্ক মাথায় রেখেই যোগী আদিত্যনাথ দলিতের ঘরে পা দিলেন।

স্বামী প্রসাদ মৌর্য্য, দারা সিং চৌহান, ধরম সিং সাইনির মতো পরিচিত ওবিসি নেতারা বিজেপি ছেড়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন যে, যোগী সরকার দলিত বিরোধী। লখনউয়ে আজ তিনজনই সমাজবাদী দফতরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে অখিলেশের দলের সদস্যপদ নেন। বিজেপি, তার শরিক আপনা দলের কয়েকজন বিধায়কও দল ছেড়ে সপায় ভিড়েছেন। আর তখনই দলিতের ঘরে ভোজন সেরে অখিলেশকে একহাত নিয়েছেন যোগী। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, ওবিসি ভোট ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করবেন যোগী। তবে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি আরও পোক্ত করতে তিনি নাকি অযোধ্যা থেকে লড়তে পারেন। তবে দলিতের বন্ধু পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টায়ও খামতি নেই। অমৃতলালের ঘরে দুপুরের ভোজ সেরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অখিলেশের ৫ বছরের শাসনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মাত্র ১৮ হাজার বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বর্তমান বিজেপি সরকার একই স্কিমে গরিব, দুঃস্থদের ৪৫ লাখ বাড়ি দিয়েছে। সপা আমলে সামাজিক শোষণ হয়েছে, সামাজিক ন্যায় হয়নি বলে অভিযোগ করেন যোগী। কিন্তু বিজেপি সরকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে কোনও বাছবিচার, বৈষম্য না করে কাজ করেছে বলে দাবি করেন। এদিন যোগী পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকার সুবাদে ২.৬১ কোটি বাড়িতে শৌচাগার হয়েছে, উজ্জ্বলা যোজনার সুফল পেয়েছে ১.৩৬ কোটি পরিবার। সেইসঙ্গে কংগ্রেস, সপাকে কটাক্ষ করেন, যারা পরিবারতন্ত্রের শাসনের মুঠোয় আছে, তারা সমাজের কোনও অংশেরই মঙ্গল করতে পারে না। ২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত অখিলেশের শাসনে সপা সরকার দলিত, গরিবের ওপর ডাকাতি করেছে বলে দাবি করেন যোগী।

ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২

কলকাতা,১৪ জানুয়ারি (হি. স.): আমহার্স্ট স্ট্রিটে ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ। ঘটনায় শুক্রবার গ্রেফতার দুই। অভিযোগ ওঠে,আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটে এক যুবককে গুলি করে খুনের। বছর ৩৫ —এর দীপক দাসকে গুলির অভিযোগ। এই ঘটনায় শুক্রবার দুই জনকে বিহার থেকে আটক করে পুলিশ। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে লালবাজারে। রাকেশ ও মণীশ দুই অভিযুক্ত বিহারের জামুই এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছিল।

দিল্লিতে ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত ২৪ হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী দিল্লিতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ হাজার ৩৮৩ জন। সংক্রমণের এই হার বৃহস্পতিবারের চেয়ে ১৫.৫ শতাংশ কম। কিন্তু পজিটিভিটি রেট আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০.৬৪ শতাংশ। শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত বছরের ১ মে-র পরে দিল্লিতে পজিটিভিটির হার কখনই এত বেশি হয়নি। গতবছর এপ্রিল-মে মাসে দেশ জুড়ে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ চলছিল। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট হয়েছিল ৩১.৬ শতাংশ পর্যন্ত। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে কোভিডে মারা গিয়েছেন ৩৪ জন। অতিমহামারী শুরুর পরে এই নিয়ে দিল্লিতে মারা গেলেন ২৫ হাজার ৩০৫ জন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, ভয় পাবেন না। একথা ঠিক যে, কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কোভিডের ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট অত্যন্ত সংক্রামক। এদিন সকালে জানা গিয়েছে, তার আগের ২৪ ঘণ্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৪ হাজার মানুষ। আগের দিনের তুলনায় সংক্রমণের এই হার ৬.৭ শতাংশ বেশি।

একদিনে ২২,৬৪৫ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে করোনা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে নাজেহাল রাজ্যবাসী। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। একদিনে রাজ্যের ২২, ৬৪৫ জনের শরীরে নতুন করে থাবা বসিয়েছে করোনা। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, একদিনে রাজ্যের ২২,৬৪৫ জনের শরীরে নতুন করে থাবা বসিয়েছে করোনা।আক্রান্তদের মধ্যে ৬,৬৮৭ জন কলকাতার। অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে এদিন ফের প্রথমে ওই জেলা। আগের দিনের তুলনায় সামান্য হলেও বেড়েছে সংক্রমণ। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত সেখানকার ৪,০১৮ জন। আগেরদিন সংক্রমণ ছিল এর তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি। সব মিলিয়ে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৮,৬৩,৬৯৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু ২৮ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০,০১৩। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ০৮,৬৮৭। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৬,৯৮,২০১।

ভাইপো তো পিসির অঙ্গ: সুজন

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.): তৃণমূলকে একহাত বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সুজন চক্রবর্তী বলেন,'ভাইপো তো পিসির অঙ্গ'। করোনা নিয়ন্ত্রণে ডায়মন্ড হারবারকে কার্যত মডেল হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। সেখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত।এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, """কয়েকদিন ধরে একটা বিষয় নিয়ে চর্চা চলছে। ভাইপো তো পিসির অঙ্গ, পিসি ছাড়া ভাইপোর অস্তিত্ব কী? দেড় পয়সার কে খোঁজ রাখে? কে জানে? কী যোগ্যতা। কার কত ক্ষমতা কে কত বেশি তোলাবাজি করবে তৃণমূলের অন্দরে এই লড়াই চলছে। তৃণমূল পিসি-ভাইপোর পার্টি। পিসির কথা ছাড়া পাতাও নড়ে না।

সবুজ-মেরুনে ফিরতে পারেন সুব্রত পাল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দীর্ঘ ১৫ বছর পর ফের সবুজ-মেরুন জার্সি পরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে একদা জাতীয় দলের এক নম্বর গোলকিপার সুব্রত পালের। সূত্রের খবর একদা জাতীয় দলের এক নম্বর গোলকিপার সুব্রত পালকে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে এটিকে মোহনবাগান। ফলে দীর্ঘ ১৫ বছর পর ফের সবুজ-মেরুন জার্সি পরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সুব্রত পালের। তবে এ জন্য এটিকে মোহনবাগান সমর্থকদের আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।

আপাতত সুব্রত পালের সঙ্গে হায়দরাবাদের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও এখনও পর্যন্ত সুব্রতকে আইএসএলে রেজিস্ট্রেশন করায়নি হায়দরাবাদ। সুব্রতও নিশ্চিত ছিলেন, প্রথম লেগের পর, কোনও না কোনও দল থেকে নিশ্চিতভাবেই ডাক পাবেন। সত্যি সত্যিই এবার সুব্রতকে সই করাতে চাইল এটিকে মোহনবাগান। তবুও সুব্রতর সবুজ-মেরুন জার্সি পরা এখনই নিশ্চিত, বলা যাচ্ছে না। এখনও সুব্রতর সঙ্গে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তাছাড়া সুব্রতর মেডিক্যাল টেস্টের পাশাপাশি করোনা টেস্টও করে দেখা হবে। এসব করতে করতেই সিদ্ধান্ত নিতে আরও দিন তিনেক লেগে যাবে। তারপরেই সই। শনিবার এটিকে মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে ম্যাচের ভবিষ্যৎ কী, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তাই সুব্রতকে সই করাতে চাইলেও, একটু ধীরস্থির ভাবে এগোতে চাইছে এটিকে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। দেখতে চাইছে, আইএসএলের ভবিষ্যৎ। সুব্রতেক লোনে নিতে হবে হায়দরাবাদ থেকে। তাড়াতাড়ি করে সই হওয়ার পর আইএসএল বাতিল হয়ে গেলে, সুব্রতকে পুরো টাকাটাই দিতে হবে এটিকে মোহনবাগানকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩ জওয়ান আহত আরও ১২ জন

কিশনগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বিহারের সুপৌলের এসএসবি ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৩ জওয়ানের। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, এদিন সুপৌলের এসএসবি ক্যাম্পে ৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের ওপর আচমকাই এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন জওয়ানের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২ জন জাওয়ান। আহজ জওয়ানদের উদ্ধার করে বীরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও এসএসবি-র তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গড়িয়াহাট জোড়া খুনে চার্জশিট দাখিল করল পুলিশ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : গড়িয়াহাট জোড়া খুন মামলায় ৮৭ দিনে চার্জশিট দিল পুলিশ। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই মামলায় প্রায় ৮০ জন সাক্ষীকে জেরা করেছে। ৫০০ পাতার বেশি এই চার্জশিট আলিপুর আদালতে জমা দিলেন তদন্তকারী দল। গড়িয়াহাট জোড়া খুন মামলায় অভিযুক্ত মিঠু হালদার, বাপী মণ্ডল, জহির গাজী, সঞ্জয় মণ্ডল, বিকি হালদার, শুভঙ্কর মণ্ডল-এর বিরুদ্ধে এই চার্জশিট আলিপুর আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর গড়িয়াহাটের কাঁকুলিয়া রোডের বাড়িতে খুন হয়েছিলেন কর্পোরেট কর্তা সুবীর চাকী এবং তাঁর গাড়ির চালক রবীন মণ্ডল। সুবীর নিউটাউনে থাকতেন। রবিবার বিকেলে তিনি গড়িয়াহাটের বাড়িতে যান। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় সুবীর এবং গাড়ির চালক রবীনের রক্তাক্ত মৃতদেহ। সেই ঘটনার ১২ দিনের মাথায় চতুর্থ অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত ভিকি এবং তার আরও এক সঙ্গী তখনও অধরা ছিলেন। এর আগে সুবীর-খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত সন্দেহে বাপি মণ্ডল এবং জাহির গাজি নামে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। তারও আগে গ্রেফতার করা হয় মিঠু হালদার নামে এক পরিচারিকাকে। ডায়মণ্ড হারবারের বাসিন্দা মিঠুই জোড়াখুনের ঘটনাটির মূল চক্রী বলে জানিয়েছিল পুলিশ।

তারাপীঠে এল গঙ্গাসাগরের পবিত্র জল

তারাপীঠ , ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : তারাপীঠে এল গঙ্গাসাগরের পবিত্র জল! সংক্রমণ রুখতে অভিনব উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর। মকর সংক্রান্তিতে মঙ্গল কামনায় পূণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগরে ডুব দেন পূণ্যার্থীরা। কিন্তু এবার করোনা অতিমারীর বাড়বাড়ন্তের কারনে ভিড় রুখতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গঙ্গাসাগরের জল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। সেই মত শুক্রবার সেই জল পৌঁছল তাড়াপীঠে। মকর সংক্রান্তিতে মঙ্গল কামনায় পূণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগরে ডুব স্নানে পূণ্যার্থীদের ভিড় রুখতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে এসে পৌঁছল গঙ্গাসাগর-বারি ভর্তি বিশালাকার পিতল রংয়ের ফাইবারের একটি কুন্ড। যার ভিতরে রয়েছে ১০০ লিটার পবিত্র গঙ্গাসাগরের পুণ্য বারি। গঙ্গাসাগর থেকে বিশেষ ট্রেনে এই জল আনা হয়। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সদস্যরা শুক্রবার সকালে এই পবিত্র গঙ্গার জল পেয়ে আপ্লুত। এদিন সকালে রামপুরহাট মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রণজিৎ হালদার পৌঁছে যান তারাপীঠ মন্দিরে।তার উপস্থিতিতে পবিত্র জল পৌঁছে দেওয়া হয় তারাপীঠ মন্দিরে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান, তারাপীঠ মন্দির থেকে এই জল সংগ্রহ করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাসাগরে না গিয়ে এখানে বসেই সেরে নিতে পারবেন গঙ্গাসাগরের স্নান।সকল সেবায়েতরা ওই জল মাথায় নেন।

একশো দিনের কাজ ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে অন্দরানফুলবাড়ি গ্রামে পঞ্চায়েতের একশো দিনের মাটি কাটার কাজ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে আটক করে পুলিশ। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ছালাপাক এলাকায় ১৪ দিনের জন্য একশো দিনের মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছিল। শুক্রবার সকালে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এনিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়, তারপর হাতাহাতি শুরু হয়। দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। এদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি দুলাল চক্রবর্তী, জানান, প্রাক্তন বুথ সভাপতি মায়ান আলি টাকার বিনিময়ে নিজের লোকেদের কাজ দিয়ে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর নেতৃত্বে ছালাপাক এলাকায় বাইক বাহিনী হুমকি দেয়। শুক্রবার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে মায়ান আলি দলবল নিয়ে তাঁদের লোকের উপর চড়াও হয়।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মায়ান আলি জানান, অঞ্চল সভাপতির নেতৃত্বে খড়্গ বর্মণের দলবল তাঁদের উপর হামলা করেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্দরানফুলবাড়ি -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল জানান, আপাতত কিছু দিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঝামেলা মিটে গেলে পুনরায় কাজ শুরু হবে।

সামসীতে লরির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দুই বোনের

সামসী, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : মালদার রতুয়া স্টেডিয়াম লাগোয়া রাজ্য সড়কে লরির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই বোনের। গুরুতর জখম হয়েছেন এক যুবক। শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে।লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই বোনের নাম সাবিনা খাতুন (১৯) ও রোশনারা খাতুন(১২), বাড়ি রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চননগর গ্রামে। জখমের নাম মোজাফর হোসেন (২০), বাড়ি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই কারবোনা এলাকায়। সাবিনা ও রোশনারা ডাক্তার দেখাতে মোজাফরের বাইকে চেপে ভালুকা যাচ্ছিলেন। রতুয়া স্টেডিয়াম লাগোয়া রাজ্য সড়কে রতুয়াগামী একটি লরির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তিনজনই ছিটকে পড়েন। বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রোশনারার।

স্থানীয় বাসিন্দারা সাবিনা ও বাইক চালক মোজাফরকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রতুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সাবিনাকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মোজাফরকেও মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। লরিটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক। বাইকটিও আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নালা থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য মেটেলিতে

চালসা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) :জলপাইগুড়ির মেটেলিতে নালা থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম সঞ্জীব খেরিয়া (২৩)। বাড়ি মেটেলির ডাঙ্গি ডিভিশনের কুর্তি লাইনে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির পাশে ওই নালায় মাছ ধরতে যান সঞ্জীব। রাত গড়িয়ে গেলেও বাড়িতে ফেরেননি তিনি। তাঁর খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকেরা। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এপরপর শুক্রবার বাড়ির পাশে ওই নালা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহটি উদ্ধার করেছে মেটেলি থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বারাকপুর রোডে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত তৃণমূলের পার্টি অফিস

বারাকপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ব্যারাকপুর রোডে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তৃণমূলের পার্টি অফিস এবং সংলগ্ন দোকানঘর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে। জানা গিয়েছে বারাসাত পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন ভোরবেলায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। আর এই আগুনে তৃণমূলের পার্টি অফিস এবং তৎসংলগ্ন পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগুন লাগার সাথে সাথেই দমকলে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দমকলের পক্ষ থেকে ফোন ধরা হয়নি। পরে অবশ্য দমকল আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় তৃণমূলের পার্টি অফিস এবং সংলগ্ন দোকানঘর। অন্যদিকে কিভাবে এই আগুন লাগল, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। আপাতত এই অগ্নিকাণ্ডে কোন প্রাণহানি ঘটেনি বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাজভবনে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য্যকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

কিশোর-কিশোরীদের ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি শান্তিপুরে

নদিয়া, ১৪ জানুয়ারি(হি. স.) : ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে কো- উইন পোর্টালে জন্ম তারিখ উল্লেখ করার যাচ্ছে না।শুধুমাত্র জন্মের সাল উল্লেখ করার স্থান রয়েছে। আর এতেই ১৫ বছর বয়সিদের ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে চরম বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছে।

শুক্রবার শান্তিপুর শহরের এক স্কুলে জন্ম সাল উল্লেখ করে একজন পড়ুয়া ভ্যাকসিন নেয়। কিন্তু মাস অনুযায়ী তাদের এখনও ১৫ বছর পূর্ণ হয়নি। এনিয়ে তাদের অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। যদিও চিকিৎসকদের দাবি, এতে কোনও শারীরিক সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এদিন যেসব পড়ুয়াকে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই সুস্থ রয়েছে। তবে এই বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে মোদী সরকারকেই দায়ী করছেন চিকিৎসক ও শিক্ষকদের একাংশ। তাঁরা বলেন পোর্টালে জন্ম তারিখ, মাস ও বয়স আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা স্থান থাকলে এই সমস্যা হতো না।

শান্তিপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্র বলেন, স্বাস্থ্যদফতরের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দিতে বলা হয়েছে। এজন্য ভ্যাকসিন গ্রাহকের নাম ওই পোর্টালে আপলোড করতে হয়। সেই সঙ্গে কত সালে জন্ম তাও উল্লেখ করার জায়গা রয়েছে। সেইমতো ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে যেসব ছাত্রছাত্রী জন্মেছে, তাদের নাম পোর্টালে আপলোড করা যাচ্ছে। কিন্তু ২০০৭ সালে কোন মাসে, কোন তারিখে পড়ুয়ার জন্ম, তা উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, বয়স নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

কলকাতা পুরভোট নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের পর আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : পুরভোট নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের পরই তৎপরতা শুরু হয় নির্বাচন কমিশনের। আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কমিশনের কর্তারা। জানা গিয়েছে, ভোট পিছানো নিয়ে শনিবার সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

উল্লেখ্য পুরভোট পিছানো নিয়ে বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পুরভোট পিছনো যায় কি? তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে হাইকোর্ট। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, মামলাকারী আইনজীবীরা যাবতীয় নথি কমিশনে জমা করতে পারেন। অবশ্যই যদি কমিশন সেটি চায়। অর্থাৎ কোথায় কী করোনা পরিস্থিতি, কোন জেলায় কী অবস্থা, তা মামলাকারীরা কমিশনের সামনে তুলে ধরতেই পারেন। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে দেখছে কমিশন। গোটা পরিস্থিতিতে ভোট কি ৪-৬ সপ্তাহ পিছোতেই হবে নাকি তার থেকেও কম পিছোলে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলছে। কমিশন তাঁদের অভ্যন্তরীণ বৈঠকও করছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবারই সমস্ত বৈঠকগুলি সেরে ফেলতে চাইছে কমিশন। শনিবার বিকালের মধ্যেই কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। শেষ পর্যন্ত এই পৌরনিগমের ভোট আদৌ পিছনো হবে কিনা, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে শনিবারই। আদালত শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুরভোট মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ আদালতকে জানানোর আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। গোটি বিষয়টি নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।

দেশে একদিনে করোনা সংক্রমিত ২ লক্ষ ৬৪ হাজার, ঊর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসও

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : কড়া বিধিনিষেধ, টেস্টিং ও টিকাকরণের জোর, বুস্টার ডোজ অভিযান- সব বাধাকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে নোভেল করোনা ভাইরাস। এর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ওমিক্রনের সংক্রমণ। ওমিক্রনকে হালকা ভাবে নেওয়ার ফল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত ২৪ ঘণ্টায় যেমন সংক্রমণের হার বাড়ল ৬.৭ শতাংশ। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসও।

শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০২ জন। পজিটিভিটি রেট ১৪.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে ওমিক্রন সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫ হাজার ৭৫৩। সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক। বৃহস্পতিবারই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওমিক্রন রুখতে স্থানীয় স্তরে কনটেনমেন্টে জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে অক্সিজেন মজুত রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এদিকে মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩১৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৫০ জন। অস্বস্তি বাড়াচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেস। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ১২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৩ জন। পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৬ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪৫ জন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্য সরকারকেও মামলার সঙ্গে জড়িয়ে নিলে ভালো হত ভোট পেছোন নিয়ে কংগ্রেস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "রাজ্য সরকারকেও মামলার সঙ্গে জড়িয়ে নিলে ভাল হত। " ভোট পেছোন নিয়ে এই মন্তব্য করলেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য।

শুক্রবার আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্বাচন কমিশনকেই বিবেচনা করে দেখতে হবে ৪-৬ সপ্তাহ পুরভোট পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা। তবে সচেতকদের মতে, এরই মাধ্যমে স্পষ্ট হল যে নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা কমিশনকেই দিতে চায় আদালত।

প্রদীপ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনকে জানাতে বলে তো লাভ নেই। হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্রবিন্দু করেছে। ঠিকই করেছে। কারণ কমিশনই নির্বাচন পরিচালনা করে। কিন্তু ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক যারা করে, যারা আসল নিয়ামক, তার নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কী চান, সেটা জানা দরকার। আদালত ঠিকই রয়েছে। তবে রাজ্য সরকারকেও যদি এর সঙ্গে জড়িয়ে নিত আদালত, তাহলে আমার মনে হয় ভালো হত।" প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার মামলা চলাকালীন যে ভাবে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন একে অপরের কোর্টে বল ঠেলেছে, তাতে স্তম্ভিত আদালত। বৃহস্পতিবারের গোটা শুনানি পর্বে প্রধান বিচারপতির উল্লেখ্যযোগ্য পর্যবেক্ষণ ছিল, আইন তৈরির ২৭ বছরেও কেন স্পষ্ট নয় কে পুরভোট করবে!

'অধ্যায় শেষ', এর সঙ্গে ছোট্ট ইমোজি জিইয়ে রাখল কল্যাণ-কুণাল তর্কের নেপথ্যের রহস্য

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : তাহলে কি মধুরেণ সমাপয়েৎ? নাকি দলের ওপর মহলের নির্দেশে গুঁতো খেয়ে কিল হজম? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আগ্রহী অনেকেই। শুক্রবার দুপুরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ টুইট করেছেন, অধ্যায় শেষ। সঙ্গে একটি হাস্যের ইমোজি। যা থেকে মনে করা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলতি বাগ্‌যুদ্ধে ইতি পড়ল। জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।

সাম্প্রতিক করোনা আবহে দু'মাস রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি বন্ধ রাখার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যক্তিগত' মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের দুই নেতার মধ্যে তুমুল বিতন্ডা শুরু হয়েছিল। প্রথমে বুধবার কল্যাণ অভিষেকের মন্তব্য নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল দলের একজন পদাধিকারী কী করে সর্বসমক্ষে 'ব্যক্তিগত' মন্তব্য করতে পারেন! কল্যাণ আরও বলেছিলেন, তাঁরও এমন অনেক 'ব্যক্তিগত' মতামত রয়েছে। তা হলে তিনিও সেগুলি প্রকাশ্যে বলতে শুরু করবেন! কল্যাণের সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার কুণাল বলেছিলেন, "দলের সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই রয়েছেন অভিষেক। অভিষেকের মতো নেতা কিছু বললে দলের সাধারণ সৈনিক হিসেবে তা আমাদের চুপ করে শোনা উচিত। কোনও মন্তব্য করার আগে সব দিক ভেবে দেখা উচিত।"

পত্রপাঠ কুণালকে জবাব দিয়েছিলেন কল্যাণ। বলেছিলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কাউকে নেতা বলে মানি না। যে যার পদে আছে, সেই পদকে সম্মান করি। কিন্তু নেতা বলে মানি না। অভিষেক যদি ত্রিপুরা আর গোয়া জিতিয়ে দেখাতে পারেন, তাহলে ওঁকে নেতা বলে মেনে নেব।".

খারাপ

● প্রথম পাতার পর

কপ্টারটি উড়ে যায়। দুর্ঘটনায় জেনারেল রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী ও ১১ জন সেনা অফিসার ঘটনাস্থলেই মারা যান। একমাত্র বেঁচে গিয়েছিলেন গ্রুপ ক্যাপটেন বরুণ সিং। তিনিও কয়েকদিন বাদে মারা যান।

বিবাদের

● প্রথম পাতার পর

করে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পিটিয়ে খুন

● প্রথম পাতার পর

তার মৃত্যু হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। চোর সন্দেহে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে গণপ্রহারে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও থানা এলাকায় গরু চুরির ঘটনার জেরে গণপ্রহারে ৪ জনকে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এখনো এই মামলার কিনারা হয়নি। এরই মধ্যে ফের চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করার দাবি উঠেছে। এ ধরনের ঘটনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

বাবাকে প্রথম দেখা আর হলনা রায় পরিবারের তিন মাসের মেয়ের

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বাবা কী জিনিষ, সেটা বোঝার বয়স হয়নি একরত্তি মেয়েটির। চোখেও দেখুনি কখনও বাবাকে। প্রথমবার তিন মাসের মেয়েকে চোখের দেখা দেখবেন আনন্দে ছিলেন বাবা সুভাষ রায়। ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা সব ওলোটপালট করে দিল। পেটের টানে স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দূরে গিয়ে ভিনরাজ্যে কাজ করতেন সুভাষ রায়। ছ'মাস পর ছুটি নিয়ে ফিরছিলেন বাড়ি। মনের মধ্যে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস টগবগ করছিল। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর ঠিক আগেই সব শেষ। কেড়ে নিল ২৬ বছরের সুভাষের প্রাণ। কোচবিহারের রায় পরিবারে এখন শুধুই বিষণ্ণতা। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ময়নাগুড়ির দোমোহানি এলাকায় লাইনচ্যুত হয় গুয়াহাটিগামী আপ বিকানের এক্সপ্রেস। দুমড়ে-মুচড়ে যায় ট্রেনটির বেশ কয়েকটি কামরা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১২টি বগি। ওই দুর্ঘটনাই চিরকালের মত কেড়ে নিল কোচবিহারের বাসিন্দা সুভাষকে। কোতওয়ালি জেলার দেওয়াবোশে সংসার সুভাষের। স্ত্রী ও দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। তিন মাস আগেই জন্মেছে সে। কিন্তু কাজের সূত্রে জয়পুরে থাকতেন সুভাষ। কেবল ওয়্যারের কারখানার কর্মী ছিলেন। তাই মেয়ের জন্মের সময় সামনে থাকতে পারেননি। চোখের আড়ালেই তিন মাস বেড়ে উঠেছে সন্তান। অবশেষে তাকে দেখার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু নিয়তির লিখন এড়ানো গেল কই। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন সুভাষের মা বললেন, "ছেলের সঙ্গে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদই ফোনে কথা হয়েছিল। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। তারপরই টিভিতে দেখলাম ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আর ফোন করে ছেলেকে পেলাম না।" শোকে পাথর স্ত্রী। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। ছ'মাস আগে কাজে যোগ দেওয়া স্বামীকে যে আর কখনও দেখতে পাবেন না, বিশ্বাসই হচ্ছে না তাঁর। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকানের এক্সপ্রেসের এস ১০ কামরার বাথরুম থেকে উদ্ধার করা হয় সুভাষের দেহ। তাঁকে শনাক্ত করার জন্য তাঁর স্ত্রীকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কোচবিহারের আর এক যাত্রীও। ২৩ বছরের চিরঞ্জিৎ বর্মন।

ময়নাগুড়িতে

● প্রথম পাতার পর

করে দিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

রূপা ফেসবুকে লিখেছেন, 'ট্রেন কি নিজে নিজেই বেলাইন হয়? রেল লাইন কি বেচারা বোঝে, ভাই সামনে নির্বাচন, রেল নিয়ে অনেক বছর কোনও বাজে খবর হয়নি। মানুষের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা।' এর পরেই রূপার সংযোজন 'সিবিআই তদন্ত প্রয়োজন।' শুক্রবারই ময়নাগুড়ির ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বীন বৈষ্ণব। কী কারণে এমন দুর্ঘটনা, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অশ্বীন। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি সামগ্রিক ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছেন রেল বোর্ডের ডিজি (সেফটি)। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কি না, রেললাইনে কোনও সমস্যা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখবেন তিনি। সম্প্রতি দলবিরোধী একাধিক মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছেন রূপা। কিন্তু তিনি যে সরকারের প্রতিনিধি, তারই গাফিলতি খুঁজতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবি করায় প্রশ্ন জেগেছে বিভিন্ন মহলে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লরি চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার কোন খুঁজে পায়নি পুলিশ। গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বিলোনীয়ায় কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু ২৯শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবন শুক্রবার দুপুর ১ টা নাগাদ কংগ্রেস দলের প্রশিক্ষন শিবির কে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৯ /৩০ শে জানুয়ারি বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে এ প্রশিক্ষণ শিবির কে সফলতা করার লক্ষ্যে এদিনের সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন সারাভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে দুদিনের প্রশিক্ষন শিবির হবে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে, প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মী কে কংগ্রেস দলের গঠনতন্ত্র, চিন্তাধারা, আদর্শ ও কংগ্রেস দলের সংগঠন কে শ্রীবৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হবে এ প্রশিক্ষন শিবির। কংগ্রেস দলের চিন্তাধারা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য কে সামনে রেখে আগামী ২৯/৩০ শে জানুয়ারী জেলা কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির হবে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে, পরবর্তী সময়ে ব্লক ভিত্তিক, বুথ ভিত্তিক এ প্রশিক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে কংগ্রেস দলের মেম্বারশিপ এর কাজ ও চলছে বলে জানায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা। সভা শেষে দক্ষিণ জেলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা প্রদেশের সহ সভাপতি ভোলানাথ ধর, ব্লককংগ্রেস সভাপতি শ্রীপতি মজুমদার, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য মানিক দাস সহ কংগ্রেস দলের বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

দুই চোর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাড়িটির মালিক ধৃত দুলাল চৌধুরী। শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান, ৬০ শতাংশ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বিদ্যুত পরিবাহী তার চুরি হয়েছিল। তার মধ্যে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তিনি আরও জানান, ধৃত দুই চোরকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তাঁর দাবি, চুরি থামাতে এধরনের অভিযান জারি থাকবে।

ডাঃ তপন মজুমদারের

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া সম্ভব নয়।

এদিন ডা: মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের সাথে বিমান যোগাযোগ নিয়ে উদ্বেগ এবং গভীর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় মারাত্মক বৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরার সাথে পশ্চিমবঙ্গের আকাশপথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ফলে, করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর যাত্রী পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় আসছেন। তবে, বিমান বন্দর সহ সমস্ত প্রবেশ দ্বারে ১০০ শতাংশ নমুনা পরীক্ষার ফলে সংক্রমিতদের সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে। ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মঙ্গল কামনা

● আটের পাতার পর

তিনি যোগ করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নারকেলকুঞ্জে হেলিপ্যাড স্থাপন করা হয়েছে। পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য লগহাট স্থাপন করার কাজ চলছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতি ছাড়া কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। তাই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল। তিনি রাজ্য সরকারের গৃহিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম কুমার ত্রিপুরা। তিনি মেলাকে সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মেলায় আগত পুর্ণার্থী, সকল দপ্তর সহ মেলার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ভূমিকা নন্দ রিয়াং, গোমতী জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। এই মেলা উপলক্ষে কোভিড বিধিনিষেধ মেনে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে খোলা হয় উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী স্টল।

শুক্রবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রেলের বগি দেখতে যান।

ক্রীড়া

অবিশ্বাস্য ইনিংস, ঋষভে মুগ্ধ গাওস্করররা

জোহানেসবার্গ টেস্টের পরে তাঁকে বসানোর দাবি উঠেছিল কোনও কোনও মহলে। কেপ টাউন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের পরে ঋষভ পন্থ সম্পর্কে মুগ্ধ ক্রিকেট দুনিয়া বলছে ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার! ১৩৯ বল, অপরাজিত ১০০। ছ'টি চার, চারটি ছয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ১৯৮ রানের মধ্যে ১০০ রানই এসেছে ঋষভের ব্যাট থেকে। বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দু'জন মাত্র দু'অঙ্কের রান করতে পেরেছেন। বিরাট কোহলি ২৯ এবং কে এল রাহুল ১০। একটা সময় ভারতের রান ছিল চার উইকেটে ৫৮। সেখান থেকে প্রথমে অধিনায়ক কোহলির সঙ্গে ৯৪ রান যোগ করেন ঋষভ। তার পরে শেষের দিকের ব্যাটারদের নিয়ে লড়াইয়ের মতো জায়গায় পৌঁছে দেন দলকে।

টেস্ট ক্রিকেটে ঋষভের এই সেঞ্চুরি দেখার পরে প্রশংসা ভেসে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বীরেন্দ্র সহবাগ বলেছেন, "অবিশ্বাস্য একটা সেঞ্চুরি করল ঋষভ পন্থ। ও ছাড়া মাত্র দু'জন ভারতীয় ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করেছে এই ইনিংসে। একার হাতে ম্যাচে রেখে দিল ভারতকে। শুধু এক্স ফ্যাক্টরই নয়, টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার।" একটু পরে সহবাগের দ্বিতীয় টুইট, "এই ছেলেটাকে নিজের মতো ছেড়ে দাও। টেস্ট বিশ্বের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার।" মুগ্ধ সুনীল গাওস্কর ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, "আমার দেখা ভারতীয় ব্যাটারদের খেলা অন্যতম সেরা ইনিংস। কী অসাধারণ ব্যাটিং করল ঋষভ। অবিশ্বাস্য। শট খেলার এত সময় পেয়ে যাচ্ছিল ও।"এই নিয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সেঞ্চুরি হয়ে গেল ঋষভের। শুধু তাই নয়, তিন দেশেই ভারতীয় উইকেটকিপার হিসেবে সর্বোচ্চ রান করেছেন ঋষভ। এ দিন যেমন ভেঙে দিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির (৯০) নজির। প্রথম এশীয় উইকেটকিপার হিসেবেও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন ঋষভ। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং ঋষভ হলেন ক্রিকেট ইতিহাসের দু'জন মাত্র উইকেটকিপার যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মাটিতে সেঞ্চুরি করেছেন। মারমুখী ঋষভের ছবি দিয়ে সচিন তেন্ডুলকর টুইট করেছেন, "অসাধারণ একটা ইনিংস খেলল ঋষভ। আর এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। দারুণ খেলেছ।"

শেষ টেস্টে ৭ উইকেটে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধে সিরিজ খোয়াল ভারত

কেপটাউন, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): শেষমেশ একরাশ ব্যর্থতা নিয়েই ফিরতে হচ্ছে ভারতকে। কেপটাউন টেস্ট তথা সিরিজ জয়ের জন্য শুক্রবার ১১১ রানের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আটজন ব্যাটারকে আউট করতে হত শামি-বুমরাহদের। কিন্তু কেগান পিটারসেনের অনবদ্য ইনিংস এবং বাভুমা, ভ্যান ডার ডুসেনদের অদম্য মানসিকতা ভারতের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অনায়াসে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিল প্রোটিয়াদের। গোটা দিনে ভারতের বিশ্বখ্যাত বোলাররা তুললেন মাত্র ১ উইকেট। শেষ টেস্টে ৭ উইকেটে হেরে ১-২ ফলে সিরিজে হেরে গেলেন বিরাট কোহলিরা। সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ জিতে শুরুটা দারুণভাবে করেছিল ভারতীয় দল। কিন্তু ওয়ান্ডারার্সের পর নিউল্যান্ডসেও হেরে সিরিজ খোয়াতে হল ভারতীয় দলকে।

ম্যাচ জিততে হলে শুক্রবার অর্থাৎ ম্যাচের চতুর্থ দিন সকালেই প্রোটিয়া শিবিরে ভাঙন ধরাতে হত ভারতকে। কিন্তু আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটার পিটারসেন এবং ভ্যান ডার ডুসেন বুমরাহ, শামিদের সব আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। শুধু প্রতিরোধ করলেন তাই নয়, পালটা আক্রমণও করলেন। পিটারসেন ৮২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেললেন। তাঁর উইকেটের পতনের সময় ভারতের হাত থেকে ম্যাচ একপ্রকার বেরিয়েই গিয়েছিল। যেটুকু আশা বাকি ছিল সেটুকুও শেষ করে দেন বাভুমা এবং ভ্যান ডার ডুসেন। পিটারসেনের উইকেটের পর নতুন করে জুটি বাঁধেন তাঁরা। প্রোটিয়াদের ব্যাটিং প্রতিরোধের সামনে বুমরাহ, শামি, উমেশ, অশ্বিনদের অসহায় মনে হচ্ছিল। কয়েকটা সুযোগ অবশ্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কখনও ক্যাচ মিস, কখনও ডিআরএসে দুর্ভাগ্য ভারতকে আরও পিছিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩ উইকেট খুইয়েই ভারতের দেওয়া ২১২ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই হারের ফলে ৩ ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে খোয়াল ভারত। বিরাট কোহলিরা শুধু যে সিরিজ হারলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও অনেকটা পিছিয়ে পড়লেন। এরপর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছাতে হলে আগামী দিনে ঘরের মাঠে সবক'টি ম্যাচ জিততে হবে ভারতকে। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হারাতে হবে।

মোহনবাগানে ফের করোনার থাবা !

ফুটবল মাঠে ক্রমেই থাবা চওড়া হচ্ছে করোনার।এটিকে মোহনবাগান শিবিরে ফের হানা দিল মারণ ভাইরাস। যার জেরে বাতিল করে দেওয়া হল বৃহস্পতিবারের প্র্যাকটিস। এমন পরিস্থিতিতে অনিশ্চিত হয়ে পড়ল আইএসএলের ১৫ জানুয়ারি এটিকে মোহনবাগানের ম্যাচও।

সবুজ-মেরুন শিবিরে আগেই করোনা হানায় বাতিল হয়েছিল ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচ। তবে পরিস্থিতি সামলে ফের মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ফেরান্দোর ছেলেরা। সেই মতো আজ চার ফুটবলার, রয় কৃষ্ণ, শুভাশিস বসু, কার্ল ম্যাকহিউ ও সন্দেশকে ছাড়াই অনুশীলনে নামার কথা দিল দলের। কারণ শেষবারের করোনা পরীক্ষায় এই চারজনই পজিটিভ হয়েছিলেন। তবে অনুশীলনে নামার আগে এদিন ফের দলের প্রত্যেকের টেস্ট করা হয়। আর তাতেই দেখা যায়, এক সাপোর্ট স্টাফের রিপোর্ট পজিটিভ। তিনি দলের অনেকেরই সংস্পর্শে এসেছেন বলে খবর। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে প্র্যাকটিস বাতিল করে দেওয়া হয়। এদিন বিকেলে ফের আরেক দফা টেস্ট হচ্ছে বাকি ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফদের। আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে কেউ সংক্রমিত হয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতেই আবারও নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই রিপোর্ট হাতে মিলবে শুক্রবার সকালে।আর তার উপরই ঝুলে রয়েছে শনিবার বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুনের ম্যাচের ভাগ্য।

গতবছর গোটা টুর্নামেন্টটাই হয়েছিল কোভিড আবহে। এবছর আইএসএল যখন শুরু হয় তখন করোনার এত প্রকোপ না থাকলেও সতর্কতায় খামতি রাখেননি আয়োজকরা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোটা টুর্নামেন্টটাই আয়োজন করা হচ্ছে গোয়ায়। ফুটবলার থেকে সাপোর্ট স্টাফ, সবাইকেই রাখা হয়েছে জৈব বলয়ে। কিন্তু তাও রোখা গেল না ভাইরাস। ওড়িশা এফসির এক ফুটবলারও কোভিডে সংক্রমিত। আইএসএলের নিয়ম অনুযায়ী, ১৫ জন ফুটবলারের যদি করোনা রিপোর্টে ফল নেগেটিভ আসে, তাহলে টিমকে ম্যাচ খেলতে হবে। সেক্ষেত্রে রয় কৃষ্ণ-সহ চার তারকা না থাকলেও সুনীলদের বিরুদ্ধে খেলতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এটিকে মোহনবাগানের কিন্তু এদিন নতুন করে সাপোর্ট স্টাফ আক্রান্ত হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়ল সবুজ-মেরুন শিবিরে।

শ্রীলঙ্কা সিরিজেই বাদ পুজারা-রহাণে

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করলেও তৃতীয় টেস্টে আরও একবার ব্যর্থ চেতেশ্বর পুজারা এবং অজিঙ্ক রহাণে। দীর্ঘদিন ধরেই দুই ক্রিকেটার খারাপ ছন্দে। সুনীল গাওস্কর মনে করছেন, দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতীয় টেস্ট দলে দু'টি জায়গা খুলে যেতে চলেছে। বৃহস্পতিবার ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় গাওস্কর বলেছেন, "আমার মনে হয় শুধু অজিঙ্ক রহাণে নয়, পুজারাও পরের সিরিজ থেকে বাদ পড়তে চলেছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজে একটা সুযোগ পেয়েই শতরান করেছিল শ্রেয়স আয়ার। গোটা সিরিজজুড়েই ভাল খেলেছে। তাই আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কা সিরিজে দুটো শূন্যস্থান তৈরি হবে প্রথম একাদশে।"দুই শূন্যস্থানে কারা সুযোগ পেতে পারেন, সেটারও একটা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন গাওস্কর।

ডিআরএস বিতর্কে কোহলীদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

কেপটাউন, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ডিআরএস বিতর্কে মাঠে বিরাট কোহলীদের আচরণ আইসিসি শেষ পর্যন্ত কোনও শাস্তিই দিল না বিরাট কোহলীর। ভারত অধিনায়ক এবং তাঁর দলকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেটিও বেসরকারি ভাবে। অর্থাৎ কোহলীরা ডিআরএস নিয়ে মাঠে যে আচরণ করেছেন, তার কোনও রেকর্ড রাখছে না আইসিসি।

দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের ২৭তম ওভারে রবিচন্দ্রন অশ্বিন বোলিং করছিলেন ডিন এলগারের বিরুদ্ধে। ভারতীয় অফস্পিনার ভেবেছিলেন তিনি এলগারকে আউট করে দিয়েছেন। এমনকী মাঠের আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাসও এলগারকে আউট দিয়ে দেন। কিন্তু এলগার আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ডিআরএস নেন এবং সফল হন। এতেই ক্ষুব্ধ হন কোহলী। ভারতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটার স্টাম্প মাইকের কাছে গিয়ে ডিআরএস নিয়ে অভিযোগ জানাতে থাকেন। বিরাট কোহলী-সহ ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভিযোগ ছিল পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে আউট দেওয়া হয়নি বলে মনে হয় লোকেশ রাহুলদের।

ভারত অধিনায়ক বলেন, "দারুণ ডিআরএস, খুব ভাল খেললে।" লোকেশ রাহুল বলেন, "গোটা দেশ খেলছে ১১ জনের বিরুদ্ধে।" কোহলীকে ফের বলতে শোনা যায়, "শুধু বিপক্ষ নয়, নিজের দলের দিকেও দেখো, সব সময় লোককে ধরতে চাইছে।" এক দিকের স্টাম্পে যখন এই ধরনের কথা উঠে আসছে, সেই সময় উল্টো দিকের উইকেটে কথা বলতে শোনা যায় অশ্বিনকে। তাঁর অভিযোগের তির দক্ষিণ আফ্রিকার সম্প্রচারকারী সংস্থার (সুপারস্পোর্ট) বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "অন্য ভাবে জেতার পথ খোঁজা উচিত সুপারস্পোর্টের।" মাঠের আম্পায়ার ইরাসমাসও অবাক হন। তিনি বলেন, "এটা অস্বাভাবিক।"

এবিষয়ে ভারত অধিনায়ক এবং তাঁর দলকে বেসরকারি ভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোহলীরা ডিআরএস নিয়ে মাঠে যে আচরণ করেছেন, তার কোনও রেকর্ড রাখছে না আইসিসি।

বিনা প্র্যাক্টিসেই শনিবার বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মাঠে নামছে এটিকে মোহনবাগান

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : কোভিড আবহের মধ্যেই আগামীকাল শনিবার আইএসএল-র ম্যাচে এটিকে মোহনবাগান মুখোমুখি হচ্ছে বেঙ্গালুরু এফসি। মোহনবাগান টিমের একাধিক খেলোয়াড়ের করোনা আক্রান্ত হওয়ায় গত শনিবার তাদের সঙ্গে ওড়িশা এফসি-র ম্যাচটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে মোহনবাগানের ফুটবলাররা ছিলেন নিভৃতাবাসে। তাদের কোনও প্র্যাক্টিস হয়নি। শুক্রবারও ম্যাচের আগের দিন প্র্যাক্টিস করার সুযোগ পায়নি মোহনবাগান। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গালুরুর অবস্থাও একই রকম। তারাও প্র্যাক্টিস ছাড়াই শনিবার মারগাওয়ের জহওরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে। শুক্রবার তাদের সাংবাদিক সম্মেলনও করতে দেয়নি আইএসএল কর্তৃপক্ষ। তবে আই এস এল মিডিয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ম্যাচ হবে। নয় ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের পয়েন্ট এখন ১৫। এগারো ম্যাচ খেলে বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ১৩। এবারের লিগের প্রথম দিকে বেঙ্গালুরু খুবই খারাপ খেলছিল। তবে এখন তারা অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। গত পাঁচটি ম্যাচে তারা অপরাজিত। তাদের হয়ে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভা এবং কঙ্গোর স্ট্রাইকার প্রিন্স আইবারা পরের পর ম্যাচে গোল করায় বেঙ্গালুরু অনেকগুলো পয়েন্ট পেয়ে গেছে। মোহনবাগানের নতুন কোচ জুয়ান ফেরান্দো টিমটাকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর টিমও গত পাঁচটা ম্যাচে অপরাজিত। তবে শনিবার তিনি পাবেন না তাঁর মিডফিল্ডার হুগো বুমোকে। এবারের লিগে বুমো পাঁচটা গোল করেছেন। সঙ্গে তিনটে অ্যাসিস্টও আছে। শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদ এফ সি-র সঙ্গে ম্যাচ ড্র রাখতে হয় মোহনবাগানকে। তবে শুধু হুগো বুমোই নয় মোহনবাগানের হয়ে নিয়মিত গোল করছেন লেফট উইঙ্গার লিস্টন কোলাসো। নয় নয় করে পাঁচটি গোল করা হয়ে গেছে এই গোয়ান ফুটবলার।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:04/EE/PWD(PMGSY)/KGT/2021-22 Date:-07/01/2021

The Executive Engineer, PWD(PMGSY) Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed item rate tender(s) from Central & State Public Sector Undertaking /Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M on 28/01/2022for the following work:-

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR RECEIPT OFAPPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1.	Hiring of vehicle for the office of The Sub-Divisional Officer, PMGSY Sub-Division, Kumarghat/SH:- Hiring of 1(one) No. Maruti Omni for PMGSY Sub-Division Office, having Commercial Registration(1+2 Seated, not before 2017 made) during the year 2021-22. (2nd Call) DRAFT NIT NO : 03/EE/PWD(PMGSY) /KGT/2021-22.	Rs.3,69,840.00	Rs.36,984.00	1 (One) year	Up to 15.00 Hrs on 28/01/2022	At 15.30 Hrs on 28/01/20212(if possible)	Office Of The Executive Engineer, PWD(PMGSY) Division, Kumarghat, Unakoti Tripura	Appropriate Class
2.	Hiring of vehicle for the office of The Sub-Divisional Officer, PMGSY Sub-Division, Kanchanpur/SH:- Hiring of 1(one) No. Maruti Omni for PMGSY Sub-Division Office, having Commercial Registration (1+2 Seated, not before 2017 made) during the year 2021-22.(2nd Call) DRAFT NIT NO : 04/EE/PWD(PMGSY) /KGT/2021-22.	Rs.3,69,840.00	Rs.36,984.00	1 (One) year				
3.	Hiring of vehicle for the office of The Executive Engineer, PMGSY Division, Kumarghat/SH:- Hiring of 1(one) No. M&M Bolero for PMGSY Division Office, having Commercial Registration(1+2 Seated, not before 2017 made during the year 2021-22.(2nd Call) DRAFT NIT NO : 02/EE/PWD(PMGSY) /KGT/2021-22.	Rs.4,78,400.00	Rs. 47,840.00	10 (Ten) Months				

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit-at-call" or "Demand Draft" on schedule bank only in favour of the Executive Engineer, PWD (PMGSY) Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura The Deposit-at-call or Detnand Draft must be submitted along with the tender.
Tender documents shall be issued on payment of Rs. 1000.00 (Rupees one thousand) only in cash/ Demand Draft(Non Refundable) on any working days as specified above oproduction of documentary proof of registration of the firm along with an application. t Demand drafts furnished towards Earnest Money along with the tender shall be valid for a period of 3(three) months from the last date of receipt of tender or more
The date for issue of tender form is on 13/01/2022 to 28/01/2022 upto 3.00 P.M respectively and last date of dropping of tender is on 28/01/2022 upto 3.00 P.M . The tenderi will be opened on 28/01/2022 at 3.30 P.M if possible. For details please contact to the Office of the undersigned.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
PWD (PMGSY) Division
Kumarghat, Unakoti Tripura.

ICA-C-3337/2021-22

SHORT QUOTATION

The undersigned on behalf of the Government of Tripura hereby invites short quotation on the prescribed format (sealed cover) from the bonafied and eligible bidder for quoting the rates both in figures and words for purchase of BED NET/Mosquito net in order to distribute to the household in the malaria endemic areas in different VCs under Ganganagar RD Block. The stated sealed cover of the quotation should be captioned "BED NET/Mosquito net". Quotationer's full name and address with phone number should be mentioned on the envelope. The quotationer's may dropped their sealed quotations in the Tender Box kept in the Chamber of the BDO Ganganagar R.D.Block as per below mentioned format up to 3:00 pm on or before 29/01/2022 from the date of issue of this notification. Quotation tender box shall be opened at 4:00 PM on the last day of quotation dropping date. Quotationer or other authorized representative may remain present during opening of quotation. Quotations receive after stipulated date and time will be duly rejected.
Details of the same may be collected from the office of the Block Development Officer, Ganganagar R.D. Block from 10:00 am to 5:30 pm during office hour only.

Sl No.	Name of item/Product Description	Size (in ft.)	Rate per unit Incl. all taxes(Rs)	Remarks
1	2	3	4	5
1	BED NET/Mosquito net	7x5 (length x breath) 5 height (approx.)		

Salient terms & conditions:-
1. The rates are inclusive of all taxes and charges.
2. Tender received after the scheduled date and hours shall be summarily rejected.
3. The office shall not be responsible for any postal delay.
4. No advance payment will be made. Payment will he made after proper receipt of the materials in good condition as per specification and properly certified by the Official/officer of this Block.
5. An amount of Rs. 10,000/-(Rupees Ten thousand) only as Earnest Money Deposit(EMD) is to be submitted through Demand Draft along with quotation in favour of the Block Development Officer, Ganganagar R.D.Block, Dhalai Tripura from any nationalized Bank payable at Ambassa otherwise the quotation will be deem as rejected. If the successful quotationer fails to provide the Mosquito net within the stipulated period the earnest money deposited along with the quotation will he forfeited. I-Im-vever the amount of earnest money of the successful bidder will he released on successful completion of delivery process. The earnest money of un-successful bidders will be released after 1(one) month from the date of opening of quotation.
6. No interest payable on the earnest money/security deposit.
7. The quotation may be cancelled at any time without any prior notice.
8. All pages of quotation including the blank pages should be signed by the bidder.
9. Necessary CST/TST(VAT) and IT will be deducted from the bill as per applicable rules.

Sd/-Illegible
Block Development Officer
Ganganagar R.D.Block

ICA-C-3350/2021-22

Notice

It is for general information to all concerned for inviting application / claim from the individuals under Jirania Sub-Division , those who had deposited theirs money in different NBFCs namely Waris Finance International Ltd. Waris Telecom Services Ltd. Waris Industries Ltd. and Kolkata Weir Industries Ltd. of Jirania and not yet received their deposited money are requested to submit application / claim along with supporting papers/ documents i,e. copy of money receipt / certificate from 17.01.2022 to 16.02.2022 at the office of the Sub-Divisional Magistrate, Jirania, West Tripura , in all working days (From 11.00 A.M to 04.00 P.M).

N.B
1. No application or claim will be accepted without supporting documents / proofs.
2. At the time of payment all concerned depositors are to submit original copy of certificates / Deposit slips / Passbooks etc belongs to the deposits made to the concerned NBFC.

Sd/-Illegible
Sub-Divisional Magistrate
Jirania, West Tripura.

ICA-D-1645/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE/MCD/PWD(R&B)12021-22, Dated:-12-01-2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 25-01-2022 for the following work:-
1. DN IT NO:-37/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22.
For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at 9436131244/9862781261. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

ICA-C-3348/2021-22

No. F.1(21-7)-SE/Samagra/ICT/2021/.. Dated, 12/01/2022

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
CORRIGENDUM

In reference to the e-tender vide no. 1(21-7)SE/Samagra/ICT/20/2149 dated : 04/12/2021, for implementation of ICT Project in 239 Government Schools of Tripura, the last date for submission of bid is hereby extended upto 5:00 pm of 25th January, 2022.

Sd/-
(Chandni Chandran, IAS)
SPD. Samagra Shiksha, Tripura

ICA-C-3342/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শুক্রবার আগরতলায় মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযান প্রশাসনের। ছবি নিজস্ব।

কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের মহোৎসব বন্ধের প্রশাসনিক নির্দেশে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি।। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারনে প্রশাসনিকভাবে বাৎসরিক মহোৎসব বন্ধের প্রতিবাদে তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দির কতৃপক্ষের সাংবাদিক সম্মেলন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্দির কতৃপক্ষরা বলেন, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দির বলে সুপরিচিত।প্রতি পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তির দিনে অধীবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চল্লিশ প্রহর মহোৎসব।এবছর ছিল পঞ্চাশ তম বার্ষিক মহোৎসব। সেকারনে উক্ত মহোৎসবকে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান ঘোষনা করে ঘটা করে পালিত হবার কথা ছিল উক্ত মহোৎসব।

কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারনে বারো জানুয়ারি মঙ্গলবার জেলাশাসকের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন মন্দির কতৃপক্ষ।জেলাশাসক উৎসবের অনুমতি দিলেও মেলা করার অনুমতি দেননি। কিন্তু বুধবার সকালে আচমকা কদমতলা থানার ওসি মেলা এবং বাৎসরিক উৎসব দুটোই বন্ধের নির্দেশ দেন। মহোৎসব বন্ধের নির্দেশ দেওয়াতে মন্দির কতৃপক্ষ সহ এলাকাবাসীরা বুধবার সকাল এগারোটা থেকে কদমতলা-রানীবাড়ী সড়ক অবরোধ করে বসেন।টানা ছাব্বিশ ঘন্টা পথ অবরোধের পরও প্রশাসনিক ভাবে মন্দির কতৃপক্ষের সাথে দেখা করা অথবা কোন ধরনের আশ্বাসও দেওয়া হয়নি। যদিও সার্বিক স্বার্থে বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে মন্দির কতৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগন।এদিকে মকর সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ শুক্রবার থেকে উক্ত মহোৎসবের অধিবাস শুরু হয়ে ছয় মাঘ পর্যন্ত মহোৎসব হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু কাল করোনার কারনে তা ম্লান হয়ে যায়।মন্দির কতৃপক্ষরা সাংবাদিক সম্মেলন আরো বলেন,প্রশাসন কভিড বিধি মেনে ছোট্টো পরিসরে বাৎসরিক মহোৎসব করার অনুমতি প্রদান করতে পারতো,আর তাতে মন্দির কতৃপক্ষ সহমত পোষণও করেছিল। কিন্তু উত্তর জেলা প্রশাসন তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দির কতৃপক্ষের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরন করলো।বর্তমান কভিড পরিস্থিতি ও নাইট কার্ফুর মাঝেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মেলা ও অরগেসটার হচ্ছে, জনপ্রতিনিধিরাও উক্ত মেলাতে গিয়ে উদ্বোধন করছেন।কিন্তু সকল আইনী জটিলতা তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে ক্রেত্রে বলেও সাংবাদিক সম্মেলন বলেন মন্দির কতৃপক্ষ। মন্দির কতৃপক্ষরা বলেন, ইতিমধ্যে মন্দির কতৃপক্ষের পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে সকল প্রস্তুতি ছিল একপ্রকার শেষ পর্যায়ে।

দোকানিরাও তাদের দোকানপাট বসানোর প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলেছিলেন। তাই আজকের দিনটি প্রশাসনের কারনে কালো দিন হয়ে রইলো তারকপুর বাসির কাছে।তাই প্রশাসনের এহেন আচরণে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান জানান মন্দির কর্তৃপক্ষ।তবে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে মহোৎসব বন্ধ হওয়াতে স্বাভাবিকভাবে গোটা তারকপুর এলাকা জুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।যে কোন সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের সভাপতি অজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক পরেন্দ্র কুমার দাস, সহকারী সম্পাদক মানিক লাল দাস প্রমুখ।

গরু বোঝাই গাড়ি আটক করল বিএসএফ হস্তান্তর করা হল মনু থানার পুলিশের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। গরু বোঝাই গাড়ী ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলো বিএসএফ। বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ ফটিকরায় থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাবার সময় মনু থানা সংলগ্ন বাজার এলাকা থেকে গরু বোঝাই টিআর০৩-এফ-১৭৫৩ নম্বরের বোলেরো পিকাপ গাড়ীকে সন্দেহমূলকভাবে আটকায় বিএসএফ। গাড়ীতে সাতটি গরু বোঝাই করা ছিলো।

যতটুকু খবর মনু থানার পুলিশ গাড়ীটিকে আটকে সমস্ত নথি খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলো। কিন্তু হটাৎই বিএসএফ জাওয়ানরা এসে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে গাড়ীটিকে তারা পিছু ধাওয়া করছে বলে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে নেয়। একসময় উর্ধতন কতৃপক্ষের একপ্রকার চাপের মুখেই ক্যাম্প থেকে মনু থানায় গরুর গাড়ী হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় বিএসএসের নালকাটা স্থিত ৬৪ নম্বর বেটেলিয়ানের জি ব্রাঞ্চ। বিএসএফের বক্তব্য গরুগুলি বাংলাদেশে পাচার হবে সন্দেহেই তারা পিছু ধাওয়া করছিলো গাড়িটির। মনু থানার আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায় জানান প্রাথমিকভাবে গরুর পরিবহনের প্রায় কাজপত্রই ঠিকঠাক রয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বর্তমানে গরুবোঝাই গাড়ী সহ গাড়ীর চালক এবং সহচালক মনু থানায় পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ফটিকরায়ের বাজার থেকে গরুগুলি কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো বিশালগড়ের উদ্দেশ্যে।সীমান্ত ছেড়ে এভাবে জাতীয় সড়কের উপর বিএসএফের এভাবে গরুর গাড়ী পাকড়াও নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন।

৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সংসদের বাজেট অধিবেশন। এবার দুই দফায় সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশন হতে চলেছে। প্রথম পর্বের অধিবেশন শুরু হবে ৩১ জানুয়ারি। চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব ১৪ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। সূত্রের খবর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি এমনই সুপারিশ করেছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। ওইদিন সংসদের অধিবেশনের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণ দিয়ে শুরু করবেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ১ ফেব্রুয়ারিতে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য পূর্ণ-বছরের বাজেট পেশ করবেন।

এক মাসব্যাপী অবকাশের পর অধিবেশনের দ্বিতীয় অংশটি ১৪ মার্চ থেকে শুরু হবে এবং ৮ এপ্রিল শেষ হবে।

দেশের বিভিন্ন উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত ফসল কাটা এবং সূর্যের উত্তরমুখী যাত্রার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উতব উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। লোকেরা ভারত জুড়ে বিভিন্ন উতবকে চিহ্নিত করছে যা দেশের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে, তিনি তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

'পোঙ্গল হল তামিলনাড়ুর প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সমার্থক। এই বিশেষ উপলক্ষ্যে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকলকে এবং বিশেষ করে তামিল জনগণকে আমার শুভেচ্ছা। আমি প্রার্থনা করি যে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বন্ধন এবং আমাদের সমাজে ভ্রাতৃত্বের চেতনা আরও গভীর হয়, 'মোদী এদিন টুইটারে বলেন।

'আপনাদের সবাইকে মাঘ বিহুর শুভেচ্ছা। আমি প্রার্থনা করি যে এই উৎসব সবার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ায়। সবাইকে ভোগীর শুভেচ্ছা। এই বিশেষ উৎসবটি আমাদের সমাজে সুখের চেতনাকে সমৃদ্ধ করুক। আমি সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।' আমাদের সহ নাগরিক," তিনি যোগ করেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মকর সংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণের শুভেচ্ছাও জানান।

তীর্থমুখে পবিত্র স্নান সারলেন মুখ্যমন্ত্রী, করলেন রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তীর্থমুখে পবিত্র স্নান করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গতকাল রাতে তিনি পবিত্র স্নান সেরে ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন। এদিকে, তীর্থমুখ মেলার উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যান মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

তীর্থমুখ মেলা রাজ্যের জাতি জনজাতি সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মেলা জাতি ও জনজাতিদের সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করছে। রাজ আমল থেকেই এখানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা, পিতৃ তর্পণ করে আসছেন জাতি জনজাতি অংশের মানুষেরা। গতকাল তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মৎস্য ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। উল্লেখ্য, গতকাল সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তীর্থমুখে পবিত্র গোমতী নদীতে স্নান করেন এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন।

পবিত্র স্নান সেরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছরের মতো এই বছরেও আমি পুন্যভূমি তীর্থমুখে এসেছি এবং রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছি। আমরা তীর্থস্থানে যাবো কিন্তু কোভিড সংক্রান্ত, সরকার প্রদত্ত সকল নীতি-নির্দেশিকা পালন করবো এই আবেদন রাখছি। তীর্থমুখ পুন্য স্নানে অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা স্বরূপ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী হস্ত কারুকার্যের নৈপুণ্যে প্রস্তুত অপরূপ সুন্দর একটি উপহার ও রাজ্যের ইতিহাস বিজড়িত পুস্তিকা গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের হৃদ্যতার প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার জাতি জনজাতি সহ সকল ধর্মের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বদ্ধ পরিকর। তিনি সকলকে কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কোভিড মোকাবিলায় সর্বতোভাবে প্রস্তুত। অযথা ভয় না পাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী তীর্থমুখ মেলা উপলক্ষে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, তীর্থমুখ এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে লোকসভার সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, এই মেলা ঐতিহ্যবাহী মেলা। রাজ আমল থেকে শুরু হয়েছে এই মেলা। রাইমা-সরমা কাহিনী এই মেলার সঙ্গে যুক্ত। পর্যটন ক্ষেত্রকে ভালো ভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাস্তাঘাট সহ টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেই এই জায়গার চিত্রটা পাল্টে যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নামে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ৬

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নামে পুনে শহরের এক ববসায়ীকে মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে তোলা আদায়ের দাবির মামলায় ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুনে ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

পুনের পুলিশ কমিশনার অমিতাভ গুপ্তের মতে, ধৃত নবনাথ ভৌসাহেব চোরমলে, সৌরভ নারায়ণ কাকেদে, সুনীল ওরফে গৌতম ওয়াঘমারে, কিরণ রামভাউ কাকেদে, চৈতন্য রাজেন্দ্র ওয়াঘমারে এবং আকাশ শরদ নিকালজেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মোবাইল ফোন নম্বর থেকে পুনের নির্মাতা অতুল জয়প্রকাশ গয়ালকে ফোন করেছিল এবং নিজেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের সহকারী চৌবে বলে পরিচয় দিয়ে ২০ লক্ষ টাকার দাবি করা হয়েছিল। অতুল গয়ালের মোবাইল ফোনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নাম উপস্থিত হলে তিনি বিরক্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুন্দ গার্ডেন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এর পর পুলিশ অতুল গয়ালকে অভিযুক্তদের সঙ্গে দর কষাকষি করে অফিসে ডেকে আনতে বলে।বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তোলাবাজি করতে এলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

কেরলে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের ঘটনায় বেকসুর খালাস মূল অভিযুক্ত বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কাল

কোট্টায়াম, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : কেরলে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের ঘটনায় বেকসুর খালাস মূল অভিযুক্ত বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কাল।শুক্রবার বিশপকে যাবতীয় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক জি গোপাকুমারের এজলাস।

বিশপ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। আদালতের রায়ে বিশপ খুশি হলেও কেরলে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ রীতিমতো অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট চার্চের অন্যান্য সন্ন্যাসিনীরাও। এদিন কড়া পুলিশ পাহারায় অভিযুক্ত বিশপ ফ্রাঙ্কোকে আদালতে পেশ করা হয়।সোমবার ছিল শুনানির শেষ দিন। আজ শুক্রবার অতিরিক্ত দায়রা আদালতের সাজা ঘোষণার কথা ছিল। কেরলের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ নিশ্চিত ছিল, কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে বিশপকে। আদালত তাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়ায় তারা কার্যত অসন্তুষ্ট।

প্রসঙ্গত, সন্ন্যাসিনী নির্যাতনের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ২০১৮ সালে। নির্যাতিতা তাঁর অভিযোগে বলেন, ২০১৪ থেকে ২০১৬-টানা দুবছর তিনি রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কাল তাকে যৌন হেনস্থা করেন। এই ঘটনায় বিশপকে গ্রেফতারের দাবি ওঠে। দাবি ওঠে তদন্তের। কার্যত চাপে পড়ে পুলিশ বিশপকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয় সিট। যদিও বিশপ প্রথম থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন (২০১৪, ৫ মে) তিনি ওই কনভেন্টে ছিলেন না। গিয়েছিলেন শুধুমাত্র পরিদর্শনে। ওই কনভেন্ট পরিদর্শন শেষে তিনি অন্য একটি কনভেন্টে রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং, ওই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। নগর দায়রা আদালতের এদিনের রায় কার্যত বিশপের বয়ানকেই মান্যতা দেয়ে যাবতীয় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে ৫০টি আসনে লড়বে শিবসেনা, জানালেন সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি (হি.স) : উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনা ৫০ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে শুক্রবার জানালেন শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত।

সঞ্জয় রাউত শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, তিনি শিবসেনা সভাপতি উদ্ধব ঠাকরের নির্দেশে কৃষক নেতা টিকাইতের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশে শিবসেনার সাফল্যে পূর্ণ আস্থা রয়েছে দলের নেতাদের। রাউত আরও বলেন, গোয়াতে আমরা মহারাষ্ট্রের মতো জোটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তবে গোয়াতে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সমর্থন নেই। রাউত বলেন, এই বিষয়ে গোয়ার আঞ্চলিক নেতৃত্বের সিনিয়র কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। শিবসেনার পক্ষ থেকে গোয়া বিধানসভায় অন্যান্য দলের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা করছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস এবং এনসিপির সমর্থনে সরকার মহারাষ্ট্রে ভাল চলছে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আরও ভালোভাবে সরকার চালাচ্ছেন। তাই বিরোধী দল যখন সুযোগ পাচ্ছে না, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদ করার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। কংগ্রেস এবং এনসিপির সমর্থনে সরকার মহারাষ্ট্রে ভাল চলছে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আরও ভালোভাবে সরকার চালাচ্ছেন। তাই বিরোধী দল যখন সুযোগ পাচ্ছে না, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদ করার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে চাকমাঘাটে পূজার্চনা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পূর্ব দিল্লির গাজিপুর ফুল বাজারে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে মিলল আইইডি বিস্ফোরক

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার ছক! শুক্রবার পূর্ব দিল্লির গাজিপুর ফুল বাজারে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে মিলল আইইডি বিস্ফোরক। খবর পেয়ে পুলিশি ও বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডও গিয়ে বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার করে এবং বাজারের কাছে একটি ফাঁকা মাঠে তা নিষ্ক্রিয় করা হয়। কে বা কারা এই বিস্ফোরক ভরতি ব্যাগটি গাজিপুর ফুল বাজারে রেখেছিল, সেটা এখনও জানা যায়নি। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বিস্ফোরক উদ্ধার রাজধানীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ নাগাদ রাজধানীর দমকল দফতরে পরিত্যক্ত ব্যাগটি উদ্ধার করার জন্য ফোন করা হয়। সেই ফোনের সূত্র ধরেই দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। ব্যাগটিতে বিস্ফোরক থাকতে পারে সন্দেহে খবর দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞ এনএসজি কম্যান্ডারদের। পাঠানো হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডও। গোটা এলাকা ফাঁকা করে বিস্ফোরকটি উদ্ধার করা হয়। বাজারের কাছে একটি ফাঁকা মাঠেই বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। তবে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বিস্ফোরক উদ্ধার রাজধানীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

দিল্লির পুলিশ কমিশনার রাকেশ আস্তানা জানিয়েছেন, ফোন পাওয়া মাত্রই দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আইইডি বিস্ফোরকটি উদ্ধার করেছেন। বিস্ফোরক আইনের আওতায় দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। তবে, এই বিস্ফোরক কে বা কারা রাখল, সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। এর পিছনে কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর হাত আছে কিনা, সেটাও এখনও স্পষ্ট নয়।

জানা গেছে, গাজিপুরের এই বাজার চত্বরে বোমা উদ্ধারের সময় যথেষ্ঠ ভিড় ছিল। খবর প্রকাশ্যে আসতেই পথ চলতি মানুষের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যদিও দিল্লি পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং বাজার থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। এরপর দিল্লি-উত্তরপ্রদেশে সীমানায় একটি আট ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগটি ভরা বাজারেই গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সময়মতো সেটা উদ্ধার করা না গেলে বড়সড় বিপদ হতে পারত। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের নজর এড়িয়ে ভরা বাজারে এই ধরনের বিস্ফোরক পৌঁছল কীভাবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।